বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ

ও

ধাতু সংগ্রহ।

শ্রী জান রাবিনসন সাহেবকর্ত্তৃক সংগৃহিত হইল।

A

GRAMMAR

OF THE

BENGALEE LANGUAGE,

TO WHICH IS APPENDED

A LIST OF DHATOOS.

BY

JOHN ROBINSON.

SERAMPORE.

1846.
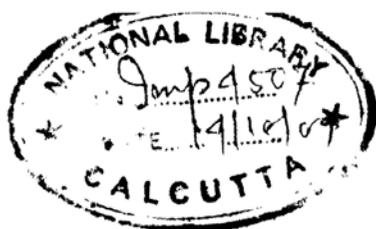
PREFACE.

THE necessity of a good Bengalee Grammar for the use of native students has long been felt; and the impulse which the Government of Bengal has given to the study of the language by the establishment of Vernacular schools, appears to render such a work still more necessary. This demand, it was presumed, could not be more satisfactorily met, than by a translation of the Grammar published by the late Rev. Dr. Carey, for the students of the College of Fort William, with a few alterations and additions. The translator has in every instance endeavoured to simplify the sentences by the use of such terms, as appeared most intelligible to the generality of Natives. In the preparation of the work, he has received material assistance from two able Pundits, connected with the Serampore Press.

In order to render the work more extensively useful, a list of the Dhatoos, or roots, from which so large a proportion of Bengalee words is derived, has been given in an appendix, together with a translation of them.

Serampore, Dec., 1846.

ভূমিকা।

বঙ্গদেশীয় বালকেরদের বঙ্গভাষায় বিজ্ঞতা সম্পাদনাভিপ্রায়ে দেশহিতৈষি বঙ্গদেশাধিপতি বঙ্গভাষা সুশিক্ষা করণার্থ প্রধান২ কতিপয় গ্রামে বহুতর বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। যেহেতুক বঙ্গদেশীয় লোকের সাধু বঙ্গভাষার মূলসূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় ফলতঃ বঙ্গভাষাভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কোনমতে সভ্যতা শোভ্যতা সম্ভবে না এতদর্থ শ্রীযুত দেশাধিপতি বিশেষরূপে উদ্যোগ উৎসাহাদি জন্মাইতেছেন। পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের বঙ্গভাষায় বিজ্ঞতা সম্পাদনাভিপ্রায়ে ডাক্তর কেরি সাহেব ইঙ্গরেজী সহিত বাঙ্গলাভাষায় এক ব্যাকরণ এবং বাঙ্গলা ভাষায় মূল সংস্কৃত ধাতুপাঠনামক গ্রন্থহইতে ধাতুগণনামক এক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন্। ঐ উত্তম গ্রন্থদ্বয় বিশিষ্ট ফলজনক হইয়াছে। এইক্ষণে উক্ত গ্রন্থদ্বয়হইতে দেশাধিপের অভিপ্রেত সাধনের এক উপায় শ্রী জান রাবিনসন সাহেবকর্ত্তৃক এক খণ্ডেতেই বাঙ্গলা ব্যাকরণ ও কতিপয় ব্যবহারিকার্থযুক্ত ধাতু সংগ্রহ নামক গ্রন্থ শ্রীরামপুরে মুদ্রিত পুস্তকা[illegible]র গো[illegible] পটপণ্ডিতদ্বয় শোধন সাহায্যে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যাশা করি বিজ্ঞ বিবেচনায় এই গ্রন্থসংগ্রহ করণের অভিপ্রায় নিষ্ফল হইবে না।

নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

ব্যাকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

অক্ষর বিষয়।

বঙ্গভাষার বর্ণমালার পঞ্চাশ অক্ষর। তাহার মধ্যে চৌত্রিশ ব্যঞ্জন ষোল স্বর।

ব্যঞ্জন।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	—
শ	ষ	স	হ	ক্ষ

স্বর।

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	ৠ
ঌ	ৡ	এ	ঐ
ও	ঔ	অং	অঃ

১। কঅবধি মপর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি অক্ষর বর্গীয় অর্থাৎ পাঁচ২ অক্ষর করিয়া পাঁচ বর্গে বিভক্ত হয়। তাহা প্রত্যেক বর্গের আদি বর্ণানুসারে ক্রমে কবর্গ চবর্গ টবর্গ তবর্গ পবর্গ কথিত হয়।

২। প্রতিবর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ। অন্তবর্ণ অনুনাসিক।

৩। স্বরের মধ্যে অ ই উ ঋ ঌ হ্রস্ব। আ ঈ ঊ ৠ ৡ এ ও ঐ ঔ দীর্ঘ।

৪। এক স্থানজাত হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর যথা অ আ। ই ঈ। উ ঊ। ঋ ৠ। ঌ ৡ পরস্পর সমান। অ ই। ই উ। উ এ ইত্যাদি অসমান।

৫। য র ল ব হ অর্দ্ধস্বর। ঙ ঞ ণ ন ম অনুনাসিক।

৬। পঞ্চ বর্গের মধ্যে প্রত্যেক বর্গের সমস্ত বর্ণ এক স্থানে জাত। যথা কবর্গ কণ্ঠ্য। চবর্গ তালব্য। টবর্গ মূর্দ্ধন্য। তবর্গ দন্ত্য। পবর্গ ওষ্ঠ্য। সমান স্থানজাত অন্যান্য বর্ণ বর্গীয় বর্ণের সহিত এই প্রকারে শ্রেণিবদ্ধ হইয়াছে যথা

অ আ এ ও ঐ ঔ হ ক খ গ ঘ ঙ কণ্ঠ্য

ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ শ এ ঐ য তালব্য।

ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ মূর্দ্ধন্য।

ঌ ৡ ত থ দ ধ ন ল স ব দন্ত্য

উ ঊ প ফ ব ভ ম ব ও ঔ ওষ্ঠ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অক্ষরের সংযোগ বিষয়।

ব্যঞ্জনের অন্তে অ উচ্চারণ হয়। অতএব ঐ অকারের স্থানে অন্য২ বর্ণ যুক্ত হইলে ঐ২ বর্ণসূচক বিশেষ২ চিহ্ন ব্যবহার হয় যথা কি ক্র। ্ এই চিহ্ন ব্যঞ্জনের নীচে থাকিলে ব্যঞ্জন হসন্ত হয় অর্থাৎ অকার উচ্চারণ হয় না।

ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরের ও ব্যঞ্জনের যোগ হইতে পারে। এইমত যোগ হইলে ফলা কিম্বা যুক্ত অক্ষর কহে।

স্বরযুক্ত অক্ষরের বিষয়।

১। ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরের যোগ হইলে ব্যঞ্জনের উচ্চারণ আদিতে হয়।

২। প্রত্যেক ব্যঞ্জনের অন্তে স্বভাবতঃ অকার উচ্চারণ হয় অতএব সেই অকারের চিহ্ন নাই। যথা ক খ।

৩। অন্য২ স্বরের এইই২ চিহ্ন।

স্বর	চিহ্ন	বানান।
আ	া	বা
ই	ি	বি
ঈ	ী	বী
উ	ু	বু
ঊ	ূ	বূ
এ	ে	বে
ঐ	ৈ	বৈ
ও	ো	বো
ঔ	ৌ	বৌ।

৪। এই মতে প্রত্যেক ব্যঞ্জনান্তে স্বর যোগ হইতে পারে। যথা কা। গি। দে। হো।

৫। ব্যঞ্জন ও তদ্‌যুক্ত স্বর এক বর্ণ হয় ও এক বর্ণতুল্য উচ্চারণ হয়। ব্যঞ্জনে স্বরের যোগ হইলে বানান কিম্বা সিদ্ধি ফলা হয়।

ফলার বিষয়।

দুই কিম্বা ততোধিক ব্যঞ্জন স্বরবিনা যুক্ত হইতে পারে। এই মত এগার প্রকার ফলা হয়।

৬। ক্য ফলা। অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত ব্যঞ্জনের সহিত য়কারের যোগ। এইমত স্থলে ব্যঞ্জনের অন্তে য়কারের ্য এই চিহ্ন থাকে। যথা ক্য খ্য গ্য ঘ্য।

৭। ক্র ফলা। অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত ব্যঞ্জনের সহিত রকারের যোগ। এই মত স্থলে ব্যঞ্জনের নীচে এই চিহ্ন থাকে। যথা ক্র খ্র গ্র ঘ্র।

৮। ক্ন ফলা। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের নীচে নকারের যোগ। যথা ক্ন খ্ন গ্ন ঘ্ন।

৯। ক্ল ফলা। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের নীচে লকারের যোগ। যথা ক্ল খ্ল গ্ল ঘ্ল।

১০। ক্ব ফলা। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের নীচে বকার। যথা ক্ব খ্ব গ্ব ঘ্ব। এই স্থলে সামান্য লোকেরা বকারের উচ্চারণ না করিয়া দ্বিত্ব রূপে আদি ব্যঞ্জনের উচ্চারণ করে। ইহা উচিত নয়।

১১ ক্ম ফলা। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের নীচে মকার। যথা ক্ম খ্ম। এই ফলার দুই প্রকার উচ্চারণ। ১। তাহার স্পষ্ট উচ্চারণ যথা জন্ম। অন্য স্থলে মকার সানুনাসিকের তুল্য উচ্চারণ হয় যথা আত্মা পদ্ম।

১২। কৃ ফলা। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের নীচে ঋকার। তাহার চিহ্ন ৃ। যথা কৃ খৃ

১৩। ক্ল ফলা। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের নীচে ৯কার। যথা ক্ল প্ল। এই ফলার প্রায় ব্যবহার নাই।

১৪। র্ক ফলা। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের উপরি ভাগে রকারের এই চিহ্ন। এ স্থলে র উচ্চারণ প্রথমে হয়। যথা দর্প।

১৫। অনুনাসিক বর্ণ কেবল সবর্গীয় বর্ণে যুক্ত হয়। অবর্গীয় বর্ণে ঙ যুক্ত হয়। এই প্রকার যুক্ত অক্ষরকে ঙ্ক ফলা কহে।

অনুনাসিক বর্ণযুক্ত তেত্রিশ ফলা হয়। এমত যুক্ত হইলে প্রথমে অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণ হয়।

ঙ্ক	ঙ্খ	ঙ্গ	ঙ্ঘ	ঙ্ঙ
ঞ্চ	ঞ্ছ	ঞ্জ	ঞ্ঝ	ঞ্ঞ
ণ্ট	ণ্ঠ	ণ্ড	ণ্ঢ	ণ্ণ
ন্ত	ন্থ	ন্দ	ন্ধ	ন্ন
ম্প	ম্ফ	ম্ব	ম্ভ	ম্ম
ঙ্য	—	ঙ্ল	ঙ্ব	—
ঙ্শ	ঙ্ষ	ঙ্স	ঙ্হ	ঙ্ক্ষ

১৬। স্ক ফলা। অর্থাৎ এক স্থানে জাত বর্ণের সহিত শ ষ স এই তিন বর্ণের যোগ। তদ্ভিন্ন এই ফলার মধ্যে অন্য কএক যুক্ত অক্ষর গণিত হয়। এই প্রকার তেত্রিশ যুক্ত অক্ষর হয় যথা

স্ক	স্খ	দ্গ	দ্ঘ	ঙ্ঙ
শ্চ	শ্ছ	ব্জ	ব্ঝ	জ্ঞ
ষ্ট	ষ্ঠ	ব্ড	ব্ঢ	ষ্ণ
স্ত	স্থ	ব্দ	ব্ধ	হ্ন
স্প	স্ফ	দ্ব	ড্ভ	ষ্ম
স্ম	—	হ্ল	হ্ব	—
ট্শ	ট্ষ	ট্স	ট্হ	ট্ক্ষ

১৭। সকল বর্ণ দ্বিত্ত্ব হয় যথা ক্ক চ্চ দ্দ। মহাপ্রাণি বর্ণ দ্বিত্ত্ব হইলে প্রথম বর্ণ অল্পপ্রাণি হয় যথা চ্ছ দ্ধ।

১৮। ঋ ৯ স্বরবর্ণ বটে কিন্তু তদ্যুক্ত অক্ষর বানান অর্থাৎ স্বরযুক্ত অক্ষরের মধ্যে গণিত না হইয়া ফলার মধ্যে গণ্য হয়।

১৯। নীচের লিখিত সঙ্কুচিত অক্ষর সুদৃশ্যতার কিম্বা শীঘ্র লিখনের জন্যে ব্যবহার হয়।

ক্রু	জ্ঞ
ক্তু	রু রূ
ঙ্গ	হু
ষ্ক	হৃ
হু	স্তু
শু	স্ত্র
গু	ঙ্ক
হৃ	ৎ
ত্র	শ্রী
ভ্র	ণ
হ্ন	৺

২০। বর্ণের পরে ু এই চিহ্ন যুক্ত হইলে উ। ূ এই চিহ্ন যুক্ত হইলে ঊ হয়। যথা রু রূ

২১। স্বরবর্ণের উপরে ঁ চন্দ্র বিন্দু থাকিলে তাহার পরব্যঞ্জন সানুনাসিক হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

শব্দ।

১। শব্দ তিন প্রকার হয় যথা বাচক ও ক্রিয়াপদ ও অব্যয়।

২। বাচক তিন প্রকার হয় যথা দ্রব্যবাচক ও গুণবাচক ও অনুকরণ শব্দ। ইহার মধ্যে কএক শব্দ বিশেষ্য ও কএক বিশেষণ।

৩। বাচক আরও এই প্রকারে বিভক্ত হয় যথা নামবাচক ও জাতিবাচক ও ভাববাচক। ভাববাচক দুই প্রকার অর্থাৎ ভাববাচক ও ক্রিয়াবাচক।

৪। বাচক অন্য দুই প্রকারে বিভক্ত হয় অর্থাৎ প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক।

৫। কিন্তু সাধারণমতে বাচক দুই প্রকার হয় যথা বিশেষণ ও বিশেষ্য। কোন দ্রব্যের কিম্বা ক্রিয়ার গুণপ্রকাশক বিশেষণ ও যে দ্রব্য কিম্বা ক্রিয়ার গুণ প্রকাশ হয় তাহা বিশেষ্য।

দ্রব্যবাচক।

দ্রব্যবাচক দুই প্রকারে বিভক্ত্যন্ত হয় অর্থাৎ পুং ও স্ত্রী লিঙ্গ এক প্রকার ও ক্লীবলিঙ্গ অন্যপ্রকার।

সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষার সাত বিভক্তি অর্থাৎ ক্রমেতে প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী সপ্তমী। ক্রিয়াপদে প্রয়োগ হইলে তাহা কারক কহে যথা যে করে তাহাকে কর্ত্তা। যাহাকে তাহা কর্ম্ম। যাহাতে তাহা করণ। যাহারে তাহা সম্প্রদান। যাহাহইতে তাহা অপাদান। যাহার মধ্যে তাহা অধিকরণ। ষষ্ঠী অর্থাৎ সম্বন্ধ ক্রিয়াপদের অপেক্ষা করে না এইহেতুক তাহা কারক বলা যায় না।

৬। দুই প্রকার বচন হয় যথা একবচন ও বহুবচন।

৭। লিঙ্গ তিন প্রকার। অর্থাৎ পুংলিঙ্গ যথা পুরুষ। স্ত্রীলিঙ্গ যথা নারী। ক্লীব কিম্বা নপুংসক লিঙ্গ যথা জ্ঞান।

৮। পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ পদের অন্তে নীচের লিখিত বিভক্তি যোগ করিলে পদ সাধন হয়। ঐ বিভক্তি এক এবং বহু-বচনেও খাটে। যথা কর্ম্মকারকের বিভক্তি কে। করণের তে। সম্প্রদানের রে। অপাদানের তে কিম্বা হইতে। সম্বন্ধের র। অধিকরণের এ কিম্বা তে। অকার ভিন্ন স্বরান্ত শব্দের অধিকরণের এ ব্যবহার হয় না।

৯। ব্যঞ্জনান্ত পদ সাধনে কর্ম্মের কে ও অধিকরণের এ বর্জ্জিয়া অন্য বিভক্তির পূর্ব্বে এ প্রয়োগ হয়। অকারান্ত শব্দ হইলে কর্ম্মকারকের বিভক্তি ভিন্ন অন্য কারকে যে একার প্রয়োগ হয় তাহা অন্তের অকারের স্থানে হয়। অধি-করণের এ বিভক্তি ঐ অন্তের অকারের স্থানে হয়। যথা মনুষ্যেতে। মনুষ্যকে। মনুষ্যে।

সম্প্রদানের রে বিভক্তির স্থানে বক্তার ইচ্ছানুসারে কে ব্যবহার হয়। যথা দাসেরে কিম্বা দাসকে।

১০। আকারান্ত শব্দের অধিকরণে এ বিভক্তির স্থানে বক্তার ইচ্ছানুসারে য় ব্যবহার হয়। যথা পিতায় পিতাতে।

১১। এক বচনের কর্ত্তাকারকের অন্তে রা কিম্বা রান প্রয়োগ করিলে বহুবচনের কর্ত্তাকারক হয়। ব্যঞ্জনান্ত কিম্বা অকারান্ত হইলে ঐ রা বিভক্তির পূর্ব্বে এ প্রয়োগ হয়। যথা অশ্বেরা কিম্বা অশ্বেরান। গরুরা কিম্বা গরুরান।

১২। বহুবচনের কর্ত্তা ভিন্ন অন্য সকল কারকের বিভ-ক্তির পূর্ব্বে দিগ্ শব্দ প্রয়োগ হয়। কর্ম্মের কে ও অধিকর-ণের এ ভিন্ন অন্য সকল কারকে ঐ দিগ শব্দের পরে এ

প্রয়োগ হয়। যথা দাসেরদিগেতে। দাসেরদিগকে। দাসের দিগে।

১৩। ঐ দিগ শব্দের পূর্ব্বে বক্তার ইচ্ছানুসারে র প্রয়োগ হয়। অকারান্ত কিম্বা ব্যঞ্জনান্ত শব্দ হইলে ঐ রর্ পূর্ব্বে এ প্রয়োগ হয়। যথা দাসেরদিগেরে কিম্বা দাসদিগেরে। দাসীরদিগেরে কিম্বা দাসীদিগেরে।

১৪। বহুবচনের সম্বন্ধের বিভক্তির পূর্ব্বে বক্তার ইচ্ছানুসারে দিগ প্রয়োগ হয়। যথা বন্ধুরদের কিম্বা বন্ধুরদিগের।

বহুবচনের অপাদানে ও সম্বন্ধে ঐ দিগ শব্দের স্থানে বক্তার ইচ্ছানুসারে দের্ প্রয়োগ হয়। ষষ্ঠীতে ঐ দের শব্দ বিভক্তির স্থানে হয়। যথা মনুষ্যেরদেরহইতে কিম্বা মনুষ্যেরদিগহইতে। মনুষ্যেরদের কিম্বা মনুষ্যেরদিগের।

১৫। সংস্কৃতে ইন্ অন্ত শব্দ বঙ্গভাষাতে ঈকারান্ত হয়। এমত ঈকারান্ত পদ বিভক্ত্যন্ত করিলে ঐ ঈকার হ্রস্ব হয়। যথা আজ্ঞাকারী। আজ্ঞাকারিতে।

প্রাণিবাচকের পদসাধন।

পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ।

	একবচন	বহুবচন।
কর্ত্তা	কুকুর	কুকুরেরা, কুকুরেরান্
কর্ম্ম	কুকুরকে	কুকুরেরদিগকে
করণ	কুকুরেতে	কুকুরেরদিগেতে
সম্প্রদান	কুকুরেরে	কুকুরেরদিগেরে
অপাদান	কুকুরেতে, কুকুরহইতে	কুকুরেরদিগেতে, কুকুরেরদিগহইতে, কুকুরেরদেরহইতে
সম্বন্ধ,	কুকুরের	কুকুরেরদের, কুকুরেরদিগের
অধিকরণ	কুকুরে, কুকুরেতে	কুকুরেরদিগেতে

ক্লীবলিঙ্গ দ্রব্যবাচক।

১৬। ক্লীবলিঙ্গ দ্রব্যবাচক পুং কিম্বা স্ত্রীলিঙ্গের ন্যায় ব্যবহার না হইলে বহুবচন পায় না। কিন্তু পুং কিম্বা স্ত্রীলিঙ্গের ন্যায় ব্যবহার হইলে তাহার ক্লীবলিঙ্গের তুল্য অর্থ হয় না। যথা দুঃখি জন বৃক্ষেরদিগকে কথা কহিল।

স্বরান্ত শব্দের পদসাধন।

পুংলিঙ্গ।

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	প্রভু	প্রভুরা
কর্ম্ম	প্রভুকে	প্রভুরদিগকে
করণ	প্রভুতে	প্রভুরদিগেতে
সম্প্রদান	প্রভুরে	প্রভুরদিগেরে
অপাদান	প্রভুতে, প্রভুহইতে	প্রভুরদিগেতে, প্রভুরদিগ হইতে, প্রভুরদেরহইতে
সম্বন্ধ	প্রভুর	প্রভুরদের প্রভুরদিগের
অধিকরণ	প্রভুতে	প্রভুরদিগেতে

আকারান্ত শব্দের পদ সাধন।

	এক বচন
কর্ত্তা	পিতা
কর্ম্ম	পিতাকে
করণ	পিতাতে
সম্প্রদান	পিতারে
অপাদান	পিতাতে পিতাহইতে
সম্বন্ধ	পিতার
অধিকরণ	পিতায় পিতাতে

ইহার বহুবচন প্রভু শব্দের ন্যায় সাধ্য।

১৭। ক্লীবলিঙ্গের এই২ বিভক্তি। অর্থাৎ করণ এ বা তে। সম্প্রদান এ বা তে। অপাদান এ বা তে বা হইতে। সম্বন্ধে র। অধিকরণ এ বা তে। কর্ম্মকারক কর্ত্তাকারকের ন্যায়।

এক ও বহুবচন।

কর্ত্তা	হাত
কর্ম্ম	হাত
করণ	হাতে হাতেতে
সম্প্রদান	হাতে হাতেতে
অপাদান	হাতে হাতেতে হাতহইতে
সম্বন্ধ	হাতের
অধিকরণ	হাতে হাতেতে

১৮। দ্রব্যবাচকের পদ সাধন পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ন্যায় হয়।

১৯। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের বহুবচন প্রকাশার্থে তাহার উত্তরে গুল কিম্বা গুলা শব্দ ব্যবহার হয়। মনুষ্যাপেক্ষা নীচজাতীয় প্রাণিবাচকের উত্তরে বিভক্তির পূর্ব্বে ঐ গুল কিম্বা গুলা শব্দ কখন২ ব্যবহার হয়।

এক ও বহুবচন।

কর্ত্তা	হাঁড়ি
কর্ম্ম	হাঁড়ি
করণ	হাঁড়িতে
সম্প্রদান	হাঁড়িতে
অপাদান	হাঁড়িতে হাঁড়িহইতে
সম্বন্ধ	হাঁড়ির
অধিকরণ	হাঁড়িতে

এক ও বহুবচন।

কর্ত্তা	মৃত্তিকা
কর্ম্ম	মৃত্তিকা
করণ	মৃত্তিকাতে
সম্প্রদান	মৃত্তিকাতে
অপাদান	মৃত্তিকাতে মৃত্তিকাহইতে
সম্বন্ধ	মৃত্তিকার
অধিকরণ	মৃত্তিকায় মৃত্তিকাতে

বাচকের বিষয়ে মন্তব্য কথা।

২০। কোন ব্যক্তি বিশেষ পথ দিয়া কিম্বা কোন নগর কিম্বা মধ্যস্থান দিয়া অন্য স্থানে গেলে তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে হইয়া বা দিয়া কৃদন্ত ব্যবহার হয়। যথা আমি শ্রীরামপুর হইয়া বা দিয়া কলিকাতায় গেলাম।

২১। কোন কর্ম্ম করণের উপায় ব্যক্ত হইলে তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে দিয়া বা করিয়া ব্যবহার হয়। কিন্তু এই স্থলে করণকারকও ব্যবহার হইতে পারে। যথা আমি আপনার হাত দিয়া করিয়াছি। আমি কেমন করিয়া তাহা করিব।

২২। যখন কোন কার্য্য মধ্যবর্ত্তি কোন কর্ম্ম কিম্বা ব্যক্তির দ্বারা সাধন হয় তখন বক্তার ইচ্ছানুসারে তৃতীয়ার স্থানে দ্বারা শব্দ অর্থাৎ সংস্কৃত দ্বার শব্দের তৃতীয়া ব্যবহার হয়। যথা তদ্দ্বারা কিম্বা তাহাতে তোমার অনুগ্রহ পাইয়াছি।

২৩। যখন কার্য্য কোন করণদ্বারা সিদ্ধ হয় তখন বক্তার ইচ্ছানুসারে তৃতীয়া বিভক্তির স্থানে করণ শব্দ ব্যব-

হার হয়। ঐ করণ শব্দের উত্তরে ক প্রত্যয় হয়। যথা আমি কলমকরণক কিম্বা কলমেতে লিখি।

২৪। কর্ম্মণিবাচ্য ক্রিয়াপদের কর্ত্তাদ্বারা কার্য্য করা গেলে করণ কারক ব্যবহার হয়। কিন্তু ঐ কারকের বিভক্তির স্থানে কর্ত্তৃ শব্দও ব্যবহার হইতে পারে। ঐ কর্ত্তৃ শব্দের উত্তরে ক প্রত্যয় হয়। যথা ঈশ্বরেতে কিম্বা ঈশ্বর-কর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইল।

২৫। যখন পূর্ব্ববর্ত্তি ঘটনার দ্বারা কর্ম্ম সিদ্ধ হয় তখন করণকারক প্রয়োগ হয়। কিন্তু ঐ কারকের বিভক্তির স্থানে পূর্ব্ব শব্দ ব্যবহার হইতে পারে। ঐ পূর্ব্ব শব্দের উত্তরে ক প্রত্যয় হয়। যথা আপনার অনুগ্রহেতে কিম্বা অনুগ্রহপূর্ব্বক কর্ম্ম সিদ্ধ হইল।

২৬। কর্ম্মণিবাচ্যের কর্ত্তাদ্বারা কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে করণ-কারকের বিভক্তির স্থানে অপাদানের বিভক্তি কখন২ প্রয়োগ হয়। যথা তোমাহইতে গুরুর এবং পুত্রের প্রাণ রক্ষা হইল।

২৭। যে সকল শব্দ ও অব্যয় পদে তৃতীয়া কারকের অভিপ্রায় প্রকাশ হয় তাহা বিভক্তির ন্যায় পদের অন্তে প্রয়োগ হয়। কখন২ ঐ শব্দ কিম্বা অব্যয় পদের পূর্ব্বে সম্বন্ধের বিভক্তি প্রয়োগ হয় কিন্তু দ্বারা শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ থাকিলে তাহা অশুদ্ধ। যথা তদ্দ্বারা কিম্বা তাহার দ্বারা পাইয়াছি।

২৮। পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের অপাদানের পরিবর্ত্তে বক্তার ইচ্ছানুসারে শব্দের উত্তরে ঠাই কিম্বা স্থান বা কাছ শব্দের প্রয়োগ হয়। এই স্থলে স্থান ও কাছ শব্দের সপ্তমী কারক ব্যবহার হয়। যথা তাহাতে বা তাহাহইতে বা তাহার

কাছে বা তাহার কাছহইতে বা তাহার ঠাঁই বা তাহার স্থানে বা তাহার স্থানহইতে আমি পাইয়াছি। তাহার মুখেতে বা তাহার মুখহইতে শাপবাণী নির্গত হইতেছিল।

২৯। কোন বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর তুলনা হইলে যাহার তুলনা হয় সেই শব্দের উত্তরে রূপ প্রয়োগ হয়। যথা শোকরূপ অন্ধকার। দুর্গতিরূপ জল।

৩০। অধিকরণ কারকের পরিবর্ত্তে বক্তার ইচ্ছানুসারে শব্দের উত্তরে মধ্য কিম্বা মাঝ শব্দ প্রয়োগ হয়। এইমত হইলে ঐ দুই শব্দেতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা তাহারদের মধ্যে কিম্বা মাঝে। তন্মধ্যে কিম্বা তাহার মধ্যে।

৩১। সম্বোধন কারক বিশেষ কারক নহে কিন্তু কর্ত্তা-কারকের প্রায় তুল্য জ্ঞান হয়।

সম্বোধন কারকে ইকারান্ত শব্দের ইকার স্থানে একার এবং উকারান্ত শব্দের উকার স্থানে ওকার প্রয়োগ হয়। আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সম্বোধনে আকার স্থানে একার প্রয়োগ হয়। যথা হরে। প্রভো। প্রিয়ে।

সম্বোধন কারকের পূর্ব্বে এই২ অব্যয় শব্দ প্রায় নিত্য ব্যবহার হয়। গো। ভো। হে। রে। লো। টে। টি। গে। হারে। হেরে।

পিতামাতা ও শিক্ষক ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ হয় তাঁহার সম্বোধনে গো ব্যবহার হয়।

ভো প্রায় ব্যবহার হয় না কিন্তু ব্যবহার হইলে সকল লিঙ্গের পূর্ব্বে প্রয়োগ হইতে পারে।

সম্মান ব্যক্তির সম্বোধনে হে ব্যবহার হয়। অনুগত বন্ধুর কিম্বা অধীন ব্যক্তির সম্বোধনে রে ব্যবহার হয়।

অধীন স্ত্রীর সম্বোধনে লো ও যুবতীর সম্বোধনে টে ও শিশুর সম্বোধনে টি ব্যবহার হয়।

গে কেবল বঙ্গদেশের উত্তর দিগে ব্যবহার হয়।

সামান্য কিম্বা নীচ জাতীয় ব্যক্তির সম্বোধনে হারে কিম্বা হেরে ব্যবহার হয়।

৩২। যাহার সম্বোধন হয় সে যদি দূরে থাকে কিন্তু দৃষ্টি গোচর তবে সম্বোধনার্থ অব্যয় পদের পূর্ব্বে ও, আ, এ ব্যবহার হয়। যথা ওগো মাতা। ওগো পিতা। ওহে রাম। আরে কিম্বা ওরে কিম্বা এরে ছোক্রা। ওলো মাগী। ওগে মাতা। ওটে দাসী। ওটি ছূক্রী। যদি লোক অতি দূরে থাকে তবে ও শব্দের অতি দীর্ঘ উচ্চারণ হয়।

লোক কিম্বা বস্তু উপস্থিত হইলে ঐ সম্বোধনার্থ পদ নামের পরে উচ্চারণ হয়। যথা বাবাগো। মাগো। দাদাগো। মাসীগো। রামহে। গোলোকহে। মুটিয়ারে। গোয়ালারে। পদ্মরে।

৩৩। সম্বোধনার্থ অব্যয় পদ কখন২ প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োগ হয়। যথা তুমি কেন বল না গো। তুই কেন বলিস্ না রে। কেন গো বল না। কেন রে বলিস্ না।

৩৪। সম্বোধনার্থ পদ অনুমত্যর্থ ক্রিয়াপদের সঙ্গে কখন২ প্রয়োগ হয়। যথা খাও গো। কর হে। বল রে

দ্রব্যবাচকের লিঙ্গ বিষয়।

৩৫। পুরুষবোধক শব্দের পুংলিঙ্গ হয়। স্ত্রীবোধক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হয়। অন্য সকল শব্দের ক্লীবলিঙ্গ হয়।

৩৬। ব্যঞ্জনান্ত কিম্বা অকারান্ত দুব্যবাচকের ও পুং-লিঙ্গ শব্দের উত্তরে আ কিম্বা ঈ প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। কোন২ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ প্রয়োগ করিলে অন্ত্যস্থ ব্যঞ্জনের পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা নর নারী। পুত্র পুত্রী তনয় তনয়া।

অক যাহার অন্তে থাকে এমত শব্দের উত্তরে আ প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। এমত স্থলে অন্তের ক বর্ণের পূর্ব্বে ই প্রয়োগ হয়। যথা পালক পালিকা। লেখক লেখিকা।

৩৭। পশু পক্ষি বোধক স্বরান্ত প্রায় সমস্ত শব্দের উত্তরে ঈ প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ।
বাঘ	বাঘী ও বাঘিনী
বিড়াল	বিড়ালী
কাক	কাকী
বুলবুল	বুলবুলী
হরিণ	হরিণী
মৃগ	মৃগী
গাধা	গাধী

সংস্কৃত ইনঅন্ত শব্দ বঙ্গভাষাতে ঈকারান্ত হয়। ঐ সংস্কৃত পুংলিঙ্গ শব্দের উত্তরে ঈ প্রত্যয় করিলে এইমত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা হস্তিনী। পক্ষিণী।

৩৮। উকার এবং ঊকারান্ত অনেক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ উক্ত প্রকারে না হইয়া শব্দের পূর্ব্বে পুরুষ ও স্ত্রী শব্দ দিয়া পুং ও স্ত্রীলিঙ্গকে বুঝায়।

৩৯। যাহার অন্তে তি থাকে এমত শব্দের তি স্থানে ত্নী প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা হাতি হাস্তী। পতি পত্নী।

নীচের লিখিত স্ত্রীলিঙ্গের নিয়ম নাই।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ।
পুরুষ	স্ত্রী
পুরুষ	প্রকৃতি
পিতা	মাতা
বাপ	মা
ভ্রাতা	ভগিনী
ভাই	বহিনী বা বুন
হোলা	মেনী
শুক	শারী
মদনা	কাজলা
আঁড়িয়া	গাই
রাজা	রাণী

উপশব্দের বিষয়।

৪০। টা, গোটা, খান, টুকি, গুলা, গুলিন, গুল এই২ শব্দ প্রায় অন্য২ শব্দের সঙ্গে প্রয়োগ হয়। অর্থাৎ দ্রব্যবাচকের ও সর্ব্বনামের সহিত ও যে গুণবাচক দ্রব্যবাচকেতে যুক্ত নয় কিম্বা দ্রব্যবাচকের ন্যায় ব্যবহার হয় এমত গুণবাচকের সহিত প্রয়োগ হয়।

৪১। যদি কোন ব্যক্তি অন্যের নিকটে সংখ্যা নির্ণয়

না করিয়া কতক বস্তুর বিষয় কহে তবে বাক্যের আরম্ভে-তেই গোটা শব্দ ব্যবহার করে। যথা গোট, তিনেক দেও।

যদি বস্তুর নাম করা যায় তবে তাহার পরে গোটা শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা আম গোট তিনেক দেও।

যদি সংখ্যা নির্ণয় হয় তবে গোটা শব্দ ব্যবহার না হইয়া সংখ্যাবাচকের উত্তরে টা প্রয়োগ হয়। যথা দশটা আম দেও।

৪২। টা শব্দ এই২ প্রকার শব্দের উত্তরে ব্যবহার হয় বিশেষতঃ ১। ফল শাকাদি পৃথক বস্তু বোধক শব্দ। ২। জীবজন্তু বোধক শব্দ। ৩। পেয়ালা কলস জালা ইত্যাদি যে২ বস্তুর পার্শ্বভাগ উচ্চ এমন বস্তু বোধক শব্দ। ৪। যে২ বস্তুর অনেক অংশ থাকে এমত কোন সম্পূর্ণ বস্তু বোধক শব্দ। ৫। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বোধক প্রায় সমস্ত শব্দ। ৬। সংখ্যা বাচক সমস্ত শব্দ। ৭। আমি মুই তুমি তুই এই২ সর্ব্বনাম ভিন্ন অন্য সকল সর্ব্বনাম। যথা পেয়ারাটা। কুকুরটা। পেয়ালাটা। বাটীটা (অর্থাৎ বাটী শব্দেতে অনেক ঘর কুঠরী বুঝায়) সিন্ধুকটা। অঙ্গুলিটা।

৪৩। খান্ শব্দ এই২ শব্দের উত্তরে প্রয়োগ হয়। ১। থালা পিরিজ ইত্যাদি যে সকল পাত্র সমান কিম্বা প্রায় সমান এমত পাত্র বোধক শব্দ ও ইষ্টক টালিপ্রভৃতি। ২। বর্চি বন্দুক তীর ইত্যাদি কএক শব্দ ভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র বোধক শব্দে। ৩। অবয়ব যুক্ত বস্তুর বিশেষ ভাগ বোধক শব্দ। ৪। হাত পা মুখ এই২ শব্দ। যথা পিরিজখান। ঘরখান (অর্থাৎ বাটীর এক ঘর)। ডালাখান। হাতখান।

৪৪। সর্ব্বনামের উত্তরে এবং জীবৎ বস্তু বোধক শব্দের উত্তরে টার পরিবর্ত্তে ডা কখন২ প্রয়োগ হয়। যথা পুত্রডা।

৪৫। পুরুষ বোধক শব্দের পূর্ব্বে জন শব্দ ব্যবহার হয়। এইমত শব্দের পরে কেবল ক্ষুদ্রার্থে টা ব্যবহার হয়। যথা দশ জন মজুরকে ডাক।

৪৬। যুবা ব্যক্তি বোধক শব্দের পরে কিম্বা নীচ জীব-জন্তুর প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রকাশ হইলে তৎপরে ডি ও টি ব্যবহার হয়। যথা ছালিয়াটি সুবুদ্ধি বটে। আমার বড় পুত্রডির বিবাহ দিব।

৪৭। গুলা, গুলি, গুল, গুলিন্ এই২ শব্দ বহুবচনের পরে ব্যবহার হয়। গুলা ও গুল অপেক্ষা গুলিন সম্ভ্রম বোধক। তাহা মনুষ্য কিম্বা নীচ জীবজন্তু বোধক শব্দের সঙ্গে প্রয়োগ হইলে স্নেহ ও দয়া প্রকাশার্থক হয়। যথা তাহার অনেক গুলিন সন্তান।

৪৮। গণ, জাতি, বর্গ, দল এই২ শব্দ প্রাণিবাচকের পরে ব্যবহার হয়। যথা রাজগণ উঠিয়া গেলেন। বানর পশু-জাতি সে কি জানে। ভৃত্যবর্গ আজ্ঞা পাইয়া ক্রিয়া করিল। কুকুরদল।

৪৯। পুরুষ বোধক শব্দের উত্তরে লোক শব্দ প্রয়োগ হয়। যথা সাহেব লোক। মজুর লোক।

দেব, মনুষ্য, নাগ, ও তদর্থক অন্যা২ শব্দের উত্তরে লোক শব্দ প্রয়োগ করিলে ঐ দেব মনুষ্যাদির বাসস্থান বোধ হয়। যথা দেবলোক। নরলোক। নাগলোক।

৫০। দ্রব বস্তু বোধক শব্দেতে এবং কর্দ্দমাদি শব্দেতে টুকি ও খানিক শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা জলটুকি তাহাকে দেও। খানিক দুগ্ধ ছিল।

৫১। কোন গুঁড়া বস্তুর ও চাউল ধানাদি এবং খড় ঘাষাদি বোধক শব্দের সঙ্গে গুচ্চার শব্দ ব্যবহার হয়। যথা চাউল গুচ্চার দেও। খড় গুচ্চার দেও।

চতুর্থ অধ্যায়।

গুণ বাচক।

১। গুণবাচকের কারক ও বচন প্রভেদ নাই। কিন্তু দ্রব্যবাচকের সঙ্গে প্রয়োগ না হইয়া দ্রব্যবাচকের ন্যায় ব্যবহার হইলে তাহার কারক ও বচন প্রয়োগ হয়। যথা সে ক্ষুদ্রের, অর্থাৎ সে ক্ষুদ্র ব্যক্তির কিম্বা বস্তুর।

২। দ্রব্যবাচকের ন্যায় গুণবাচকেরও লিঙ্গ প্রভেদ হয়। যথা সুন্দর, সুন্দরী।

৩। বৎ ও মৎ যাহার অন্তে থাকে এমত গুণবাচকের বতের স্থানে বান্ ও মতের স্থানে মান্ প্রত্যয় করিলে পুংলিঙ্গ গুণবাচক হয়। ঐ বৎ ও মতের উত্তরে ঈ প্রত্যয় করিলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা ক্লীবলিঙ্গ রূপবৎ। পুংলিঙ্গ রূপবান। স্ত্রীলিঙ্গ রূপবতী। ক্লীবলিঙ্গ বুদ্ধিমৎ। পুংলিঙ্গ বুদ্ধিমান। স্ত্রীলিঙ্গ বুদ্ধিমতী।

৪। অকারান্ত প্রায় সকল গুণবাচকের অকারের স্থানে আ প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। ব্যঞ্জনান্ত অনেক গুণবাচক ও অকার ইকারান্ত কতক গুণবাচকের উত্তরে ঈ প্রত্যয় করিলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা বিভিন্ন, স্ত্রীলিঙ্গ বিভিন্না। দত্ত, স্ত্রীলিঙ্গ দত্তা। সুন্দর, স্ত্রীলিঙ্গ সুন্দরী।

৫। যাহার অন্তে অক্ থাকে এমত গুণবাচক শব্দের অক্ স্থানে ইকা প্রত্যয় করিলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা কারক, কারিকা।

৬। সংস্কৃত ইন্ অন্ত গুণবাচক বাঙ্গলা ভাষাতে ঈকারান্ত হয়। ঐ সংস্কৃত ইন্ অন্ত শব্দের উত্তরে ঈ প্রত্যয়

করিলে স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা কারী, কারিণী। দর্শী, দর্শিনী।

গুণবাচকের তারতম্য বিষয়।

৭। উভয়ের ও বহুর মধ্যে একের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করিবার জন্যে গুণবাচকের উত্তরে ক্রমেতে তর ও তম প্রত্যয় হয়। যথা প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম।

৮। সাধারণ মতে গুণবাচকের পূর্ব্বে আরো ও অতি কিম্বা অত্যন্ত শব্দ প্রয়োগ করিলে তারতম্যের বিশেষ হয়। যথা শক্ত, আরোশক্ত, অতিশক্ত কিম্বা অত্যন্ত শক্ত।

৯। অনুকরণ শব্দের উত্তরে ঈ কিম্বা ইয়া প্রয়োগ করিলে অনেক গুণবাচক শব্দের ব্যবহার হয়। এইপ্রকার শব্দের দুই অংশ থাকে কিন্তু পৃথকরূপে তাহার কোন অংশের অর্থ নাই। যথা ঠন্‌ঠনী। টলমলী। চটপটিয়া। চক্‌মকিয়া। ঝন্‌ঝনী। আকুবাঁকু। এলুমেলু।

পঞ্চম অধ্যায়।

সর্ব্বনাম।

১। সর্ব্বনামের পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ প্রভেদ থাকে। তাহা দ্রব্য বাচকের ন্যায় বিভক্ত্যন্ত হয়।

২। ব্যক্তি বোধক সর্ব্বনাম দুই প্রকার হয় অর্থাৎ গৌরবোক্তি ও নীচোক্তি সর্ব্বনাম। গৌরবোক্তি সর্ব্বনাম এই২। আমি, তুমি, তিনি,* তিঁহ,* সিনি,* ইনি † ঞিহ,† উনি ‡ উঁহ ‡ যিনি, আপনি। নীচোক্তি সর্ব্বনাম এই২। মুই, তুই, ইহ † উহ † সে, এ, ঐ কিম্বা ও, যে, কে। ইহার মধ্যে আমি ও মুই প্রথম ব্যক্তির সর্ব্বনাম। তুমি ও তুই দ্বিতীয় ব্যক্তির সর্ব্বনাম। অন্য সকল সর্ব্বনাম তৃতীয় ব্যক্তিকে বুঝায়। তিঁহ, তিহ, সিনি, উঁহ, উহ, ইঁহ, ইহ, এই২ সর্ব্বনামের কর্ত্তাকারক প্রায় ব্যবহার হয় না।

৩। ব্যক্তি বোধক অন্য২ সর্ব্বনামের সঙ্গে আপনি প্রয়োগ হয়। যথা আমি আপনি। তিনি আপনি।

৪। প্রথম ব্যক্তির ক্রিয়াপদের সঙ্গে আপনি প্রয়োগ হইলে তাহার অর্থ আমিই। যথা আপনি গেলাম। কিন্তু সাধারণ মতে পরব্যক্তিতে সম্ভ্রমার্থে আপনি ব্যবহার হয়। এই স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। যথা আপনি তাহা করিয়াছেন।

---

* যাঁহার বিষয়ে বলা যায় তিনি উপস্থিত না থাকিলে এই সর্ব্বনামের ব্যবহার হয়।

† উপস্থিত থাকিলে এই সর্ব্বনামের ব্যবহার হয়।

‡ উপস্থিত থাকিয়া কিঞ্চিৎ দূরে হইলে এই সর্ব্বনামের ব্যবহার হয়।

আমি।

৫। এই সর্ব্বনাম বিভক্ত্যন্ত করিলে এক বচনের কর্ত্তা-কারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে আমি শব্দের স্থানে আম ব্যবহার হয়। বহুবচনের কর্ত্তাকারকে আমি শব্দের স্থলে আম্ ব্যবহার হয়।

৬। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি বোধক সর্ব্বনামের বহু-বচনের বিভক্তির পূর্ব্বে অন্ত্যস্থ ই লোপ পায়।

	এক বচন।	বহুবচন।
কর্ত্তা	আমি	আমরা
কর্ম্ম	আমাকে	আমারদিগকে
করণ	আমাতে	আমারদিগেতে
সম্প্রদান	আমারে	আমারদিগেরে
অপাদান	আমাতে আমাহইতে	আমারদিগেতে আমারদের হইতে আমারদিগহইতে
সম্বন্ধ	আমার	আমারদের আমারদিগের
অধিকরণ	আমায়	আমারদিগেতে

মুই।

৭। এক বচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে মুই শব্দের স্থানে মো ব্যবহার হয়।

	একবচন	বহুবচন।
কর্ত্তা	মুই	মোরা
কর্ম্ম	মোকে	মোরদিগকে
করণ	মোতে	মোরদিগেতে
সম্প্রদান	মোরে	মোরদিগেরে

অপাদান	মোতে মোহইতে	মোরদিগেতে, মোর-দেরহইতে, মোর-দিগহইতে।
সম্বন্ধ	মোর	মোরদের, মোরদি-গের
অধিকরণ	মোতে	মোরদিগেতে।

তুমি।

৮। এক বচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে তুমি শব্দের স্থানে তোমা ব্যবহার হয়। বহুবচনের কর্ত্তা-কারকে তোম্ ব্যবহার হয়।

৯। তুমি শব্দেতে যে উকার তাহার স্থানে বহুবচনের কর্ত্তা কারকে ওকার ব্যবহার হয়।

	একবচন	বহুবচন।
কর্ত্তা	তুমি	তোমরা
কর্ম্ম	তোমাকে	তোমারদিগকে
করণ	তোমাতে	তোমারদিগেতে
সম্প্রদান	তোমারে	তোমারদিগেরে
অপাদান	তোমাতে তোমা-হইতে	তোমারদিগেতে তোমার-দেরহইতে, তোমারদিগ-হইতে
সম্বন্ধ	তোমার	তোমারদের তোমারদিগের
অধিকরণ	তোমায়	তোমারদিগেতে

১০। একবচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে নীচোক্তি তুই শব্দের পরিবর্ত্তে তো শব্দ ব্যবহার হয়। মুই শব্দের ন্যায় তুই শব্দের বিভক্তি সাধন হয়।

তিনি।

১১। একবচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে তিনি শব্দের পরিবর্ত্তে তেনা ও তাঁহা ব্যবহার হয়।

	এক বচন	বহুবচন
কর্ত্তা	তিনি	তাঁহারা তেনারা
কর্ম্ম	তাঁহাকে তেনাকে	তাঁহারদিগকে তেনারদিগকে
করণ	তাঁহাতে তেনাতে	তাঁহারদিগেতে তেনারদিগেতে
সম্প্রদান	তাঁহারে তেনারে	তাঁহারদিগেরে তেনারদিগেরে
অপাদান	তাঁহাতে তেনাতে তাঁহাহইতে তেনাহইতে	তাঁহারদিগেতে তাঁহারদেরহইতে তাঁহারদিগহইতে তেনারদিগেতে তেনারদেরহইতে তেনারদিগহইতে
সম্বন্ধ	তাঁহার তেনার	তাঁহারদের তেনারদের
অধিকরণ	তাঁহায় তেনায়	তাঁহারদিগেতে তেনারদিগেতে

সিনি শব্দ তিনি শব্দের ন্যায় সাধন হয়। এক বচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে সেনা ব্যবহার হয়।

তিহ।

১২। একবচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে তিহ শব্দের স্থানে তাহা ব্যবহার হয়।

	একবচন	বহুবচন।
কর্ত্তা	তিহ	তাহারা
কর্ম্ম	তাহাকে	তাহারদিগকে
করণ	তাহাতে	তাহারদিগেতে
সম্প্রদান	তাহারে	তাহারদিগেরে

অপাদান	তাহাতে তাহা-হইতে	তাহারদিগেতে তাহারদেরহইতে তাহার-দিগহইতে
সম্বন্ধ	তাহার	তাহারদের তাহার-দিগের
অধিকরণ	তাহায়	তাহারদিগেতে

অতি সম্ভ্রমসূচক তিঁহ শব্দের একবচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে তিহ শব্দের ন্যায় বিভক্তি সাধন হয়।

ইনি।

১৩। এক বচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে ইনি শব্দের স্থানে ইনা ও ইঁহা ব্যবহার হয়।

	একবচন	বহুবচন।
কর্ত্তা	ইনি	ইঁহারা ইনারা
কর্ম্ম	ইঁহাকে ইনাকে	ইঁহারদিগকে ইনারদিগকে
করণ	ইঁহাতে ইনাতে	ইঁহারদিগেতে ইনারদিগেতে
সম্প্রদান	ইঁহারে ইনারে	ইঁহারদিগেরে ইনারদিগেরে
অপাদান	ইঁহাতে ইনাতে ইঁহাহইতে ইনাহইতে	ইঁহারদিগেতে ইঁহারদেরহইতে ইঁহারদিগহইতে ইনারদিগেতে ইনারদেরহইতে ইনারদিগহইতে
সম্বন্ধ	ইঁহার ইনার	ইঁহারদের ইঁহারদিগের ইনারদের ইনারদিগের
অধিকরণ	ইঁহায় ইনায়	ইঁহারদিগেতে ইনারদিগেতে

উনি শব্দ ইনি শব্দের ন্যায় বিভক্ত্যন্ত হয়। এক বচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে উনি শব্দের স্থানে উনা ও উঁহা ব্যবহার হয়।

ইহ।

১৪। একবচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে ইহ শব্দের স্থানে ইহা ব্যবহার হয়।

	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	ইহ	ইহারা
কর্ম্ম	ইহাকে	ইহারদিগকে
করণ	ইহাতে	ইহারদিগেতে
সম্প্রদান	ইহারে	ইহারদিগেরে
অপাদান	ইহাতে ইহা-হইতে	ইহারদিগেতে ইহারদেরহই-তে ইহারদিগইহতে
সম্বন্ধ	ইহার	ইহারদের ইহারদিগের
অধিকরণ	ইহায়	ইহারদিগেতে

ইঁহ উঁহ উহ শব্দের বিভক্ত্যন্ত ইহ সর্ব্বনামের ন্যায় হয়। এক বচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে ক্রমেতে ইঁহা উঁহা উহা প্রয়োগ হয়।

১৫। আপনি সর্ব্বনাম বিভক্ত্যন্ত হইলে বিভক্তির পূর্ব্বে আপনা ব্যবহার হয়। যিনি সর্ব্বনাম বিভক্ত্যন্ত হইলে বিভক্তির পূর্ব্বে যেনা ও যাঁহা ব্যবহার হয়। যথা আপনারে। যেনাতে, যাঁহাতে।

১৬। এ, ও, সে, যে, কে, কেহ এইং সর্ব্বনাম বিভক্ত্যন্ত করিলে একবচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্যং কারকে ক্রমশঃ ইহা, উহা, তা কিম্বা তাহা, যা কিম্বা যাহা, কা কিম্বা কাহা বিভক্তির পূর্ব্বে ব্যবহার হয়। সে, তা, তাহা, যে, যা, যাহা, এই সকল ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনাম।

সে।

পুং ও স্ত্রীলিঙ্গ।

	একবচন	বহুবচন।
কর্ত্তা	সে	তাহারা
কর্ম্ম	তাহাকে	তাহারদিগকে
করণ	তাহাতে	তাহারদিগেতে
সম্প্রদান	তাহারে	তাহারদিগেরে
অপাদান	তাহাতে তাহাহইতে	তাহারদিগেতে তাহার-দেরহইতে তাহার-দিগহইতে
সম্বন্ধ	তাহার	তাহারদের তাহারদিগের
অধিকরণ	তাহায়	তাহারদিগেতে

তাহা ব্যবহার না করিয়া তা প্রয়োগ করিলেও সেই প্রকারেই সাধন হয়। যথা তাকে। তাতে।

১৭। সে, তাহা, যে, যাহা এইং ক্লীবলিঙ্গ সর্ব্বনামের এক বচনের কর্ত্তাকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকে পূর্ব্বের ন্যায় সাধন হয়।

সে তা তাহা।

ক্লীবলিঙ্গ।

এক ও বহুবচন।

কর্ত্তা	সে তা তাহা
কর্ম্ম	তাহা তা
করণ	তাহাতে তাতে
সম্প্রদান	তাহাতে তাতে

অপাদান	তাহাতে তাহাহইতে তাতে তাহইতে
সম্বন্ধ	তাহার তার
অধিকরণ	তাহায় তাহাতে তায় তাতে।

১৮। কি সর্ব্বনাম বিভক্ত্যন্ত করিলে বিভক্তির পূর্ব্বে কাহা ও কা ব্যবহার হয়। কর্ম্মকারক ভিন্ন অন্য সকল কারকের বিভক্তির পূর্ব্বে বক্তার ইচ্ছানুসারে স প্রত্যয় হয়। এই মতে স প্রত্যয় হইলে বিভক্তির পূর্ব্বে কাহা ও কা ব্যবহার হয় না।

১৯। স প্রত্যয় হইলে পঞ্চমীর হইতে বিভক্তি প্রয়োগ হয় না।

ক্লীবলিঙ্গ।

এক ও বহুবচন।

কর্ত্তা	কি
কর্ম্ম	কাহা বা কা
করণ	কাহাতে কাতে কিসে কিসেতে
সম্প্রদান	কাহাতে কাতে কিসে কিসেতে
অপাদান	কাহাতে কাতে কাহাহইতে কাহইতে কিসে কিসেতে।
সম্বন্ধ	কাহার কার কিসের।
অধিকরণ	কাহায় কায় কাহাতে কিসে কিসেতে।

২০। কোন্, কোন, কিছু, অন্য, ইহারা দ্রব্যবাচকে যুক্ত সর্ব্বনাম। কোন্ কোন, এই দুই সর্ব্বনামের বিভক্ত্যন্ত হয় না। কিছু ও অন্য এই দুই সর্ব্বনামে উক্ত সকল বিভক্তি প্রয়োগ হয়।

২১। যে২, যেকেহ শেষ অংশে যে ও কেহ এই দুই সর্ব্বনামের ন্যায় সাধন হয়। যথা যেযাহাতে। যেকাহাকে।

২২। কোন কেহ কেবল শেষ অংশে সাধন হয়। যথা কোন কাহারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ক্রিয়াপদ।

১। বাঙ্গলা ভাষার প্রায় সমস্ত ক্রিয়াপদ সংস্কৃত ধাতু মূলক।

২। সকল ক্রিয়াপদের সমান বিভক্তি হয়।

৩। ক্রিয়াপদের সাধন দুই প্রকারে হয় অর্থাৎ গৌরবোক্তি সর্ব্বনাম যোগে এক প্রকার ও নীচোক্তি সর্ব্ব- নাম যোগে অন্য প্রকার। এক ও বহুবচনের বিভক্তি প্রভেদ নাই।

৪। ক্রিয়াপদের দুই বাচ্য অর্থাৎ কর্ত্তৃবাচ্য ও কর্ম্ম- বাচ্য।

৫। ক্রিয়াপদ তিন প্রকার অর্থাৎ স্বার্থক ও আশং- সার্থক ও অনুমত্যর্থক।

৬। স্বার্থ পদের আট কাল। বিশেষতঃ বর্ত্তমান দুই অর্থাৎ নিত্য প্রবৃত্ত বর্ত্তমান ও শুদ্ধ বর্ত্তমান। অতীত পাঁচ কাল অর্থাৎ অপরোক্ষ ভূত, অদ্যতন ভূত, শুদ্ধ ভূত, অদ্যতনানদ্যতন ভূত, ও অনদ্যতন ভূত। ভবিষ্যৎ এক কাল। ইহার চারি কাল অর্থাৎ নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান ও অপরোক্ষ ভূত ও অদ্যতন ভূত ও ভবিষ্যৎ কাল অব্যব- হিত ক্রিয়াপদমূলক। অবশিষ্ট কাল আছ্ শব্দের প্রয়োগে হয়।

৭। যাহার অন্তে ঋ থাকে এমত ধাতু বিভক্ত্যন্ত হইলে ঋ স্থানে অর প্রয়োগ হয়। যথা কৃ ধৃ মৃ এই২ ধাতু হইতে করে ধরে মরে।

৮। জাগৃ ধাতু বিভক্ত্যন্ত হইলে অন্ত্য ঋকার ত্যাগ হয়। যথা জাগে।

৯। যে ধাতুর অন্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ অনুনাসিক হয় ও তাহার পূর্ব্বে অ উচ্চারণ হয় সেই ধাতু বিভক্ত্যন্ত হইলে অন্তবর্ণ সানুনাসিক হয়। অকার দীর্ঘ হয়। যথা অঙ্ক, বন্ট, বন্ধ এই২ ধাতুহইতে আঁকে, বাঁটে, বাঁধে হয়।

১০। নীচের লিখিত ধাতু বিভক্ত্যন্ত হইলে তাহার এই২ কার্য্য হয়। যথা জ্ঞা স্থানে জান্। দা স্থানে দি। পা স্থানে পি। মা স্থানে মাপ্। স্থা স্থানে কখন২ তিষ্ঠ কিন্তু সাধারণ মতে থাক্। উৎ উপসর্গের পরে ডী স্থানে উড়। নী স্থানে ল। শী স্থানে শু। শ্রু স্থানে শুন্। ভূ স্থানে হ। গৃ স্থানে গিল্। ক্রী স্থানে কিন্। বি উপসর্গের পরে ক্রী স্থানে বিক্ কিম্বা বেচ। গৈ স্থানে গায়্। দৃশ্ স্থানে দেখ্।

১১। যাহার অন্তে ক্ষ থাকে এমত ধাতু বিভক্ত্যন্ত হইলে বক্তার ইচ্ছানুসারে ক্ষ স্থানে খ প্রয়োগ হয়। যথা রাখে কিম্বা রক্ষে। শিখে কিম্বা শিক্ষে।

১২। অদ্যতনানদ্যতন ও অনদ্যতন ভূতকালে যা স্থানে গি এবং অদ্যতন ভূত কালে গে ব্যবহার হয়। যথা গেলাম। গিয়াছে। গিয়াছিল।

১৩। ধাব স্থানে প্রক্ষালনার্থে ধু এবং ধাবমান অর্থে দৌড় ব্যবহার হয়। যথা ধুইলাম। দৌড়িলাম।

১৪। অস্ স্থানে আছ ব্যবহার হয়। কিন্তু কেবল নিত্য প্রবৃত্ত বর্ত্তমান ও অদ্যতন ভূত কালে এই ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়। অদ্যতন ভূত কালে ঐ আছের আ বক্তার ইচ্ছানু-

সারে উচ্চারণ হয় না। যথা সে আছে। ছিলাম কিম্বা আছিলাম।

১৫। যা ধাতুর পূর্ব্বে আ উপসর্গ প্রয়োগ হইলে তাহার স্থানে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কালে আইস্ প্রয়োগ হয়। অন্যান্য কালে আস্ প্রয়োগ হয়। অদ্যতন ভূত কালে আই, আস উভয় প্রয়োগ হইতে পারে। যা ধাতুর পূর্ব্বে আ উপসর্গ প্রয়োগ হইলে তাহার আগমনার্থ হয়। যথা আইসি। আইলাম কিম্বা আসিলাম। আসিয়াছি।

১৬। কথ স্থানে কহ ব্যবহার হয়। যথা প্রভু কহিতেছেন।

১৭। লিখ ধাতুর ই স্থানে এ বক্তার ইচ্ছানুসারে প্রয়োগ হয়। যথা লিখি কিম্বা লেখি।

১৮। দা স্থানে দি ব্যবহার হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কালে এবং অনুমত্যর্থ পদে ঐ দির ই স্থানে এ প্রয়োগ হয়। যথা দেও। দেয় কিম্বা দেন। দেও।

১৯। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কালে এবং অনুমত্যর্থপদে ধাতুর কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে যে শব্দের ব্যবহার হয় তাহার অন্ত্য উকার স্থানে ও হয়। যথা ধো। ধোয় কিম্বা ধোন। ধোউক। ধোউন্।

২০। আপ ধাতুর পূর্ব্বে প্র উপসর্গ থাকিলে তাহার স্থানে পা হয়। যথা আমি পাই। পাইলাম।

২১। দণ্ড শব্দের স্থানে দাঁড় শব্দ ব্যবহার হইয়া ক্রিয়াপদের ন্যায় সাধন হয়। বিভক্তির পূর্ব্বে আ প্রয়োগ হয়। যথা সে দাঁড়ায়। সে দাঁড়াইল। দাঁড়াও।

২২। খাদ্ ধাতুর স্থানে খা ব্যবহার হয়। যথা খাইলাম। খাই। খাও।

ক্রিয়াপদের বিভক্তি।

২৩। নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কালের গৌরবোক্তিতে প্রথম ব্যক্তির বিভক্তি ই। দ্বিতীয় ব্যক্তির অ, ও। তৃতীয় ব্যক্তির এন। নীচোক্তিতে প্রথম ব্যক্তির ই। দ্বিতীয় ব্যক্তির ইস। তৃতীয় ব্যক্তির এ।

২৪। অপরোক্ষ ভূত কালের গৌরবোক্তিতে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ব্যক্তির ক্রমেতে ইতাম। ইতা। ইতেন। নীচোক্তিতে ক্রমেতে ইতাম। ইতিস। ইত বিভক্তি প্রয়োগ হয়।

২৫। অদ্যতন ভূত কালের গৌরবোক্তিতে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ব্যক্তির বিভক্তি ক্রমেতে ইলাম ইলা ইলেন। নীচোক্তিতে প্রথম ব্যক্তির ইলাম কিম্বা ইনু। দ্বিতীয় ব্যক্তির ইলি। তৃতীয় ব্যক্তির ইল কিম্বা ইলেক বিভক্তি প্রয়োগ হয়।

২৬। ভবিষ্যৎ কালের গৌরবোক্তিতে প্রথম ব্যক্তির ইব কিম্বা ইম। দ্বিতীয় ব্যক্তির ইবা। তৃতীয় ব্যক্তির ইবেন। নীচোক্তিতে প্রথম ব্যক্তির ইব কিম্বা ইম। দ্বিতীয় ব্যক্তির ইবি। তৃতীয় ব্যক্তির ইবে কিম্বা ইবেক বিভক্তি প্রয়োগ হয়।

কৃদন্ত পদ।

২৭। ধাতুর উত্তরে কিম্বা ধাতুর পরিবর্ত্তে যে শব্দ ব্যবহার হয় তাহার উত্তরে ত প্রত্যয় করিলে কর্ত্তৃবাচ্যের বর্ত্ত-

মান কৃদন্ত পদ হয়। এই কৃদন্তের সঙ্গে কর্ত্তাকারকের অন্বয় হয়। যথা করত। লিখত।

২৮। ধাতুর কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য শব্দের উত্তরে ইতে প্রয়োগ করিলে কর্ত্তৃবাচ্যের বর্ত্তমান অন্য কৃদন্ত পদ হয়। এই কৃদন্তের সঙ্গে কর্ম্মকারকের কিম্বা অকর্ম্মক ক্রিয়ার অন্বয় হয়। যথা তাহারদিগকে আসিতে দেখিয়া তিনি কহিলেন।

২৯। ক্রিয়াপদ স্বরান্ত হইলে বর্ত্তমান কৃদন্তের অন্তে যে ত তাহার পূর্ব্বে ওকার প্রয়োগ হয়। যথা দেওত। পাওত।

৩০। সংস্কৃত যে২ ধাতু কেবল আত্মনেপদী হয় তাহার অন্তে আন্ কিম্বা মান প্রত্যয় করিলে কর্ত্তৃবাচ্যের বর্ত্তমান কৃদন্ত পদ হয়। যথা বর্দ্ধমান। শয়ান।

৩১। ধাতুর অন্তে মান প্রত্যয় করিলে কর্ম্মণিবাচ্যের বর্ত্তমান কৃদন্ত হয়। উক্ত মান শব্দের পূর্ব্বে য় প্রয়োগ হয়। যথা নীয়মান। ক্রিয়মাণ।

৩২। ধাতুর অন্তে ইয়া প্রত্যয় করিলে ক্রিয়াবিশেষণ কৃদন্ত হয়। কখন২ এই কৃদন্তের সংক্ষেপ উচ্চারণার্থে ইয়া যে প্রত্যয় তাহার ইকার ত্যাগ হয়। ধাতুর অন্তে কিম্বা ধাতুর পরিবর্ত্তে যে শব্দ ব্যবহার হয় তাহার অন্তে হকার কিম্বা রকার না থাকিলে কখন২ য়া ত্যাগ করা যায়। কোন২ লোকেরা ইয়া স্থানে কেবল একার প্রয়োগ করে কিন্তু ইহা অশুদ্ধ। পদের ভাবানুসারে এই কৃদন্তের বর্ত্ত-মান কিম্বা ভূত অর্থ হয়। যথা কহিয়া, কহি, কহে। করিয়া, করি, করে। ফেলিয়া, ফেলি, ফেল্যা, ফেলে।

৩৩। ধাতুর পরিবর্ত্তে যে শব্দের ব্যবহার হয় তাহার

অন্তে ইলে প্রত্যয় করিলে দুই কিম্বা ততোধিক বাক্যের ক্রিয়াপদের সংযোগ হয়। যথা তিনি তাহা করিলে আমি যাইব।

৩৪। ধাতুর অন্তে ত প্রয়োগ করিলে কর্ম্মণিবাচ্য পদের ভূত কৃদন্ত হয়। যথা কৃত। ধৃত। খ্যাত।

৩৫। যেং ধাতুর ঔ অনুবন্ধ না থাকে এমত ধাতুর কর্ম্মণিবাচ্যের কৃদন্তের অন্তে যে ত থাকে তাহার পূর্ব্বে ই প্রয়োগ হয়। প্রেরণার্থ পদের কৃদন্তেরও তদ্রূপ হয়। যথা পতিত। বর্দ্ধিত। গমিত।

৩৬। ই প্রয়োগ না হইলে কর্ম্মণিবাচ্যের কৃদন্তের অন্তে যে ত থাকে তাহার পূর্ব্বে ধাতুর অন্ত্য মকারের স্থানে ন হয়। এমত স্থলে ধাতুর শেষ বর্ণের পূর্ব্বে যে অকার তাহা দীর্ঘ হয়। যথা দান্ত। বান্ত। শ্রান্ত।

৩৭। কোনং স্থলে কর্ম্মণিবাচ্যের কৃদন্তের অন্তে যে ত থাকে তাহার পূর্ব্বে ধাতুর অন্ত্য নকার কিম্বা মকার ত্যাগ করা যায়। যথা হত। গত।

৩৮। কখনং ধাতুর অন্ত্য হকারের স্থানে গ ব্যবহার হয়। এইমত স্থলে কর্ম্মণিবাচ্যের কৃদন্তের ত স্থানে ধ হয়। কখনং হকারের সঙ্গে তকারের সন্ধি হইয়া ঢ় হয়। হকারান্ত প্রায় সকল ধাতুরই এরূপে ব্যবহার হয়। যথা মুহ ধাতুহইতে মুগ্ধ কিম্বা মূঢ়।

৩৯। কোনং স্থলে কর্ম্মণিবাচ্যের কৃদন্তের ত স্থানে ন হয়। যথা ক্ষীণ। পূর্ণ।

৪০। কর্ম্মণিবাচ্যের কৃদন্ত পদে ধাতুর ঋকার স্থানে ঈর্ হয়। এইমত স্থলে কৃদন্তের অন্তে যে ত থাকে তাহার স্থানেণ্ণ হয়। যথা বিকীর্ণ। বিস্তীর্ণ। অবতীর্ণ।

৪১। সংস্কৃত অনেক ধাতুজাত ক্রিয়াপদ বঙ্গ ভাষাতে ব্যবহার না হইলেও সেই২ ধাতুর কর্ম্মণিবাচ্য কৃদন্ত ব্যবহার হয়। সংস্কৃত ভাষাতে ঐ কৃদন্তের কর্ম্মনিবাচ্যের প্রত্যয় কিন্তু কর্ত্তৃবাচ্যের অর্থ থাকে তথাপি বঙ্গভাষায় কর্ম্মনিবাচ্য কৃদন্ত ব্যবহার হয়। যথা পক্ব। ক্রুদ্ধ। মোঢ়।

৪২। কর্ম্মণিবাচ্যের কৃদন্ত পদের পরিবর্ত্তে আকারান্ত ক্রিয়াবাচক কখন২ ব্যবহার হয়। যথা লিখিত আছে কিম্বা লেখা আছে।

৪৩। ধাতুর অন্তে কিম্বা ধাতুর পরিবর্ত্তে যে শব্দের ব্যবহার হয় তাহার অন্তে ইতে প্রত্যয় করিলে চতুর্থ্যন্ত পদ হয়। যথা দেখিতে।

৪৪। ধাতুর অন্তে ইবা প্রত্যয় করিলে অন্য চতুর্থ্যন্ত পদ হয়। ইহা বস্তুতঃ ক্রিয়াবাচক। এই প্রকার বাচক বিভক্ত্যন্ত হয় যথা করিবা। করিবাতে। করিবার।

ক্রিয়াপদের কৃদন্তযুক্ত বিভক্তি।

৪৫। ইতে যাহার অন্তে থাকে এমত বর্ত্তমান কৃদন্ত এবং ইয়া যাহার অন্তে থাকে এমত ক্রিয়াবিশেষণ কৃদন্তের সঙ্গে অন্তর্ভূত আছ ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া ক্রিয়াপদের চারি কাল হয় অর্থাৎ শুদ্ধ বর্ত্তমান ও শুদ্ধ ভূত ও অদ্যতনানদ্যতন ভূত ও অনদ্যতন ভূত কাল।

৪৬। ইতে যাহার অন্তে থাকে এমত বর্ত্তমান কৃদন্তের উত্তরে অন্তর্ভূত আছ পদ প্রয়োগ করিলে শুদ্ধ বর্ত্তমান হয়। এই স্থলে আছ শব্দের আকার লোপ পায়। যথা করিতেছি (করিতে আছি)।

৪৭। ইতে যাহার অন্তে থাকে এমত বর্ত্তমান কৃদন্তের

উত্তরে অদ্যতন ভূত কালের আছ ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিলে ঘু হ্নভূত কালার্থ হয়। যথা করিতেছিলাম।

৪৮। ইয়া যাহার অন্তে থাকে এমত ক্রিয়াবিশেষণ কৃদন্তের উত্তরে বর্ত্তমান কালের অন্তর্ভূত ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিলে, অদ্যতনানদ্যতন ভূত কালার্থ হয়। যথা করিয়াছি।

৪৯। ইয়া যাহার অন্তে থাকে এমত ক্রিয়াবিশেষণ কৃদন্তের উত্তরে অদ্যতন ভূত কালের অন্তর্ভূত ক্রিয়পদ প্রয়োগ করিলে অনদ্যতন ভূত কালার্থ হয়। যথা করিয়াছিলাম।

৫০। ক্রিয়াপদের বিভক্তি নীচে লেখা যাইতেছে।

স্বার্থপদ।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান।

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১	ই	ই
২	অ, ও	ইস
৩	এন্	এ।

অপরোক্ষ ভূত।

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১	ইতাম	ইতাম
২	ইতা	ইতিস, ইতি
৩	ইতেন	ইত

অদ্যতন ভূত।

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১	ইলাম	ইলাম, ইনু
২	ইলা	ইলি
৩	ইলেন	ইল, ইলেক

ভবিষ্যৎ কাল।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ ইব, ইমু	ইব, ইমু
২ ইবা	ইবি
৩ ইবেন	ইবে, ইবেক

অনুমত্যর্থ পদ।

১ ই	ই
২ অ, ইও	ইস
৩ উন	উক্

আশংসার্থপদ।

বর্ত্তমান।

১ ই	ই
২ অ, ও	ইস
৩ এন্, ন্	এ

ভূত।

১ ইতাম	ইতামি
২ ইতা	ইতিস, ইতি
৩ ইতেন	ইত

ভবিষ্যৎ।

১ ইব, ইমু	ইব, ইমু
২ ইবা	ইবি
৩ ইবেন	ইবে, ইবেক

কৃদন্ত।

বর্ত্তমান। ত, ইতে। ক্রিয়াবিশেষণ। ইয়া, য়া, ই, এ।
ভূত। ত, ন। চতুর্মন্ত। ইতে, ইবা।

মন্তব্য কথা। বিভক্তির আদিতে যে ই তাহা স্বরবর্ণের পরে প্রায় ত্যাগ করা যায়।

অন্তর্ভূত আছ ক্রিয়া।

স্বার্থ পদ।

বর্ত্তমান কাল।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি আছি	মুই আছি
২ তুমি আছ	তুই আছিস
৩ তিনি আছেন	সে আছে

ভূত কাল।

গৌরবোক্তি।

১ আমি আছিলাম, ছিলাম, ছিনুঁ
২ তুমি আছিলা, ছিলা
৩ তিনি আছিলেন, ছিলেন

নীচোক্তি।

১ মুই আছিলাম, ছিলাম, ছিনু
২ তুই আছিলি, ছিলি
৩ সে আছিল, ছিল

কৃ ধাতুর বিভক্ত্যন্তকরণ।

স্বার্থ পদ।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করি	মুই করি
২ তুমি কর	তুই করিস
৩ তিনি করেন	সে করে

শুদ্ধ বর্ত্তমান।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করিতেছি	মুই করিতেছি
২ তুমি করিতেছ	তুই করিতেছিস
৩ তিনি করিতেছেন	সে করিতেছে

৫১। শুদ্ধ বর্ত্তমানের বিভক্তি কখনং সংক্ষেপরূপে চ্ছি, চ্ছ, চ্ছেন। চ্ছি চ্ছিস চ্ছে উচ্চারণ হয়। যথা আমি কর্‌চ্ছি।

অপরোক্ষ ভূত।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করিতাম	মুই করিতাম
২ তুমি করিতা	তুই করিতিস
৩ তিনি করিতেন	সে করিত

অদ্যতন ভূত।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করিলাম, করিনু	মুই করিলাম, করিনু
২ তুমি করিলা	তুই করিলি
৩ তিনি করিলেন	সে করিল, করিলেক

শুদ্ধ ভূত।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করিতেছিলাম, করিতেছিনু	মুই করিতেছিলাম, করি-তেছিনু
২ তুমি করিতেছিলা	তুই করিতেছিলি
৩ তিনি করিতেছিলেন	সে করিতেছিল।

অদ্যতনানদ্যতন ভূত।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করিয়াছি	মুই করিয়াছি
২ তুমি করিয়াছ	তুই করিয়াছিস
৩ তিনি করিয়াছেন	সে করিয়াছে

অনদ্যতন ভূত।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করিয়াছিলাম, করিয়াছিনু	মুই করিয়াছিলাম, করিয়াছিনু
২ তুমি করিয়াছিলা	তুই করিয়াছিলি
৩ তিনি করিয়াছিলেন।	সে করিয়াছিল

ভবিষ্যৎ কাল।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করিব, করিমু	মুই করিব, করিমু
২ তুমি করিবা	তুই করিবি
৩ তিনি করিবেন।	সে করিবে।

অনুমত্যর্থ পদ।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ করি	করি
২ করহ, কর, করিও	কর, করিস
৩ করুন	করুক

৫২। কোন ক্রিয়ার প্রস্তাব হইলে অনুমত্যর্থ পদের প্রথম ব্যক্তির ব্যবহার হয়। যথা আমরা যাই।

৫৩। কখনং দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুমত্যর্থ পদের আইস এই শব্দ প্রস্তাবিত ক্রিয়ার পূর্ব্বে ব্যবহার হয়। যথা আইস আমরা যাই।

আশংসার্থ পদ।

৫৪। স্বার্থ পদের নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান ও অপরোক্ষ ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের পূর্ব্বে আশংসার্থক যদি কিম্বা যে শব্দ প্রয়োগ করিলে ক্রিয়াপদের আশংসার্থ হয়।

বর্ত্তমান কাল।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি।
১ যে আমি করি	যে মুই করি
২ যে তুমি কর	যে তুই করিস
৩ যে তিনি করেন	যে সে করে

ভূত কাল।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ যদি আমি করিতাম	যদি মুই করিতাম
২ যদি তুমি করিতা	যদি তুই করিতিস, করিতি
৩ যদি তিনি করিতেন	যদি সে করিত

ভবিষ্যৎ কাল।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ যদি আমি করিব	যদি মুই করিব
২ যদি তুমি করিবা	যদি তুই করিবি
৩ যদি তিনি করিবেন	যদি সে করিবে

কৃদন্ত পদ।

শুদ্ধ বর্ত্তমান। করিতে। করত।
নিত্যপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান। করিতেং
ক্রিয়াবিশেষণ। করিয়া। করি। কর্য্যা করে। করিলে।
ভূত। কৃত।

চতুমন্ত পদ।

করিতে। করিবা, করিবার, করিবারে।

যুক্ত ক্রিয়াপদের বিষয়।

৫৫। প্রায় সমস্ত ক্রিয়াপদ অন্যং ক্রিয়াপদের সঙ্গে প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে ক্রিয়াপদের ভিন্ন অর্থ হয়।

ক্রিয়াবিশেষণ কৃদন্তের উত্তরে স্থা ধাতু প্রয়োগ করিলে যদি তাহার পূর্ব্বে আশংসার্থক শব্দ প্রয়োগ হয় তবে ক্রিয়াপদ আশংসার্থক হয়। যদি ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে কোন শব্দ প্রয়োগ না হয় তবে ক্রিয়ার নিত্য প্রবর্ত্তমানতা কিম্বা সম্ভাবনা বুঝায়। এই স্থলে স্থা ধাতুর পরিবর্ত্তে থাক্ ব্যবহার হয়।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমাম।

১ যদি আমি করিয়া থাকি
২ যদি তুমি করিয়া থাক
৩ যদি তিনি করিয়া থাকেন।

এইরূপে সমস্ত কালে সাধন হইতে পারে।

৫৬। কখনং ঐ ক্রিয়াবিশেষণ কৃদন্তের উত্তরে ফেল এই শব্দ প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে ক্রিয়ার সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হওন অর্থ বুঝায়।

১ আমি করিয়া ফেলি
২ তুমি করিয়া ফেল
৩ তিনি করিয়া ফেলেন।

এইরূপে সকল কালে সাধ্য।

অকর্ম্মক ক্রিয়ার ও অন্য কএক ক্রিয়ার সঙ্গে ফেল শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না।

যাহার অন্তে ইতে থাকে এমত চতুমন্ত পদের উত্তরে লগ ধাতু কখন২ প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে ক্রিয়ার আরম্ভ হওন অর্থ জানায়। লগ ধাতু বিভক্ত্যন্ত হইলে অকার দীর্ঘ হয়।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান।

১ আমি করিতে লাগি
২ তুমি করিতে লাগ
৩ তিনি করিতে লাগেন।

ইত্যাদি সমস্ত কালে সাধন হয়।

৫৭। যাহার অন্তে ইতে থাকে এমত চতুমন্ত পদের উত্তরে পার্ ধাতু প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে ক্রিয়া করিতে কর্ত্তার ক্ষমতা বুঝায়।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান।

১ আমি করিতে পারি
২ তুমি করিতে পার
৩ তিনি করিতে পারেন্।

এই প্রকারে সমস্ত কালে সাধন হয়।

ঐ চতূমন্ত পদের উত্তরে চা শব্দের প্রয়োগ হয়। তাহা করিলে ক্রিয়া করিব্বার ইচ্ছা প্রকাশ্য হয়।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান।

১ আমি করিতে চাহি
২ তুমি করিতে চাহ
৩ তিনি করিতে চান

এইরূপে সমস্ত কালে সাধন হয়।

আপ ধাতুর পূর্ব্বে প্র উপসর্গ থাকিলে তাহার স্থানে বঙ্গভাষাতে পা ব্যবহার হয়। ইতে যাহার অন্তে থাকে এমত চতূমন্ত পদের উত্তরে সে পা শব্দ কখন২ প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে ক্রিয়া সাধনের অনুমতি কিম্বা ক্রিয়ার ভোগ করণ বুঝায়। যথা সে দেখিতে পাইল।

অকর্ম্মক সকল ক্রিয়ার উত্তরে যা ধাতু প্রয়োগ হয়। তাহা হইলে ক্রিয়ার সিদ্ধ হওন বুঝায়। যথা সে হইয়া গিয়াছে। সে উঠিয়া যায়।

প্রেরণার্থ ক্রিয়াপদ।

৫৮। স্বার্থ পদের ক্রিয়ার ও বিভক্তির মধ্যস্থলে আকার প্রয়োগ করিলে প্রেরণার্থ পদ হয়। যদি স্বার্থ পদের অন্তে আকার থাকে তবে বিভক্তির পূর্ব্বে যে আকার প্রয়োগ হয় তাহার পূর্ব্বে ব কিম্বা ওয় প্রয়োগ হয় যথা দেবাইল। দেওয়াইল। ধাতুর অন্ত্য উকার স্থানে ওকার প্রয়োগ হয়। এই স্থলে প্রেরণার্থ পদের বিভক্তির পূর্ব্বে যে আকার থাকে তাহার পূর্ব্বে ব কিম্বা য় ব্যবহার হয়। যথা ধোবাইলাম। ধোয়াইলাম।

করা।

স্বার্থ পদ।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১	আমি করাই	মুই করাই
২	তুমি করাও	তুই করাইস
৩	তিনি করান	সে করায়

শুদ্ধ বর্ত্তমান।

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১	আমি করাইতেছি	মুই করাইতেছি
২	তুমি করাইতেছ	তুই করাইতেছিস
৩	তিনি করাইতেছেন	সে করাইতেছে

অপরোক্ষ ভূত।

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১	আমি করাইতাম	মুই করাইতাম
২	তুমি করাইতা	তুই করাইতিস, করাইতি
৩	তিনি করাইতেন	সে করাইত

অদ্যতন ভূত।

	গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১	আমি করাইলাম করাইনু	মুই করাইলাম, করাইনু
২	তুমি করাইলা	তুই করাইলি
৩	তিনি করাইলেন	সে করাইল, করাইলেক

শুদ্ধ ভূত।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করাইতেছিলাম করাইতেছিনু	মুই করাইতেছিলাম করাইতেছিনু
২ তুমি করাইতেছিলা	তুই করাইতেছিলি
৩ তিনি করাইতেছিলেন	সে করাইতেছিল

অদ্যতনানদ্যতন ভূত।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করাইয়াছি	মুই কারাইয়াছি
২ তুমি করাইয়াছ	তুই করাইয়াছিস
৩ তিনি করাইয়াছেন	সে করাইয়াছে

অনদ্যতন ভূত।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করাইয়াছিলাম করাইয়াছিনু	মুই করাইয়াছিলাম করাইয়াছিনু
২ তুমি করাইয়াছিলা	তুই করাইয়াছিলি
৩ তিনি করাইয়াছিলেন	সে করাইয়াছিল

ভবিষ্যৎ।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করাইব, করাব, করামু	মুই করাইব, করাব, করামু
২ তুমি করাইবা, করাবা	তুই করাইবি, করাবি
৩ তিনি করাইবেন, করাবেন	সে করাইবে, করাবে

অনুমত্যর্থ পদ

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ করাই	করাই
২ করাও	করাও
৩ করাউন	করাউক

আশংসার্থ পদ।

বর্ত্তমান।

১ যে আমি করাই
২ যে তুমি করাও
৩ যে তিনি করান্

ইহার নীচোক্তির ক্রিয়া স্বার্থপদের নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানের ন্যায় সাধ্য।

ভূত।

১ যদি আমি করাইতাম
২ যদি তুমি করাইতা
৩ যদি তিনি করাইতেন

ইহার নীচোক্তির ক্রিয়া স্বার্থপদের অপরোক্ষ ভূত ক্রিয়ার ন্যায় সাধ্য।

ভবিষ্যৎ।

১ যদি আমি করাইব
২ যদি তুমি করাইবা
৩ যদি তিনি করাইবেন

ইহার নীচোক্তির ক্রিয়া স্বার্থপদের নীচোক্তি ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার ন্যায় সাধ্য।

স্বার্থক ক্রিয়াপদের সঙ্গে যেমন অন্য২ ক্রিয়াপদের যোগ হইয়া থাকে তেমন প্রেরণার্থ পদেরও সঙ্গে হয়। তাহার উদাহরণ।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান।

১ যদি আমি করাইয়া থাকি
২ যদি তুমি করাইয়া থাক
৩ যদি তিনি করাইয়া থাকেন।

এই প্রকারে স্বার্থপদের ন্যায় সমস্ত কালে সাধন হইতে পারে।

কৃদন্ত পদ।

প্রেরণার্থ পদের শুদ্ধ বর্ত্তমান কৃদন্ত নাই।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান। করাইতে২।

ক্রিয়াবিশেষণ। করাই, করাইয়া, করাইলে।

৫৯। প্রেরণার্থ ক্রিয়াপদের উত্তরে ন প্রত্যয় করিলে প্রেরণার্থ পদের ভূত কৃদন্ত হয়। কখন২ এই কৃদন্ত সংস্কৃতের ন্যায়ও হয়। যথা করাণ। কারিত।

চতুর্থ্যন্ত পদ।

করাইতে, করাইবা। ষষ্ঠী করাইবার। সপ্তমী করাইবারে।

৬০। অকর্ম্মক ক্রিয়াপদ যদি সকর্ম্মকের ন্যায় ব্যবহার হয় তবে সে ক্রিয়ার প্রেরণার্থ পদ প্রয়োগ হয়। যথা শস্য শুকে। সূর্য্য শস্যকে শুকায়। সে পুড়ে। অগ্নি তাহাকে পোড়ায়।

৬১। যাহার অন্তে ইতে থাকে এমত চতুর্থ্যন্ত পদের সঙ্গে ভূ ধাতুর তৃতীয় ব্যক্তির ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করিলে কার্য্যের আবশ্যকতা প্রকাশ হয়। এই স্থলে ভূ ধাতুর পরিবর্ত্তে হ ব্যবহার হয়। এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্ম্ম-কারকের অন্বয় হয়।

বর্ত্তমান।

গৌরবোক্তি।

১ আমাকে যাইতে হয়
২ তোমাকে যাইতে হয়
৩ তাঁহাকে যাইতে হয়

ভূত।

গৌরবোক্তি।

১ আমাকে যাইতে হইল
২ তোমাকে যাইতে হইল
৩ তাঁহাকে যাইতে হইল

ভবিষ্যৎ।

গৌরবোক্তি।

১ আমাকে যাইতে হবে
২ তোমাকে যাইতে হবে
৩ তাঁহাকে যাইতে হবে

অনদ্যতন ভূত কালের ক্রিয়াপদ ওকখনং ব্যবহার হয়।

নীচোক্তি সর্ব্বনাম ব্যবহার করিলে নীচোক্তি ক্রিয়া-পদেরও সেই প্রকারে সাধন হয়।

নঞর্থ ক্রিয়াপদ।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান।

গৌরবোক্তি।

১ আমি করি না
২ তুমি কর না
৩ তিনি করেন না

স্বার্থপদের উত্তরে না শব্দ প্রয়োগ করিলে নঞর্থ শুদ্ধ বর্ত্তমান ও অপরোক্ষ ভূত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ সাধন হয়।

৬২। অন্য২ ভূত কালীন ক্রিয়া নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ার ন্যায় হয় কিন্তু না শব্দের স্থানে নাই প্রয়োগ হয়।

অদ্যতন ভূত।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি করি নাই	মুই করি নাই
২ তুমি কর নাই	তুই করিস নাই
৩ তিনি করেন নাই	সে করে নাই

৬৩। কখন২ স্বার্থ পদের অদ্যতন ও অনদ্যতন ভূত কালের ক্রিয়ার উত্তরে না প্রয়োগ হয়।

৬৪। ভূ ধাতুর বর্ত্তমান কালীন ক্রিয়ার উত্তরে না শব্দ প্রয়োগ না করিয়া সামান্যত ঐ না শব্দকেই ক্রিয়াপদের ন্যায় সাধন করা যায়।

গৌরবোক্তি	নীচোক্তি
১ আমি নই, নহি	মুই নই, নহি
২ তুমি নও, নহ	তুই নইস, নহিস
৩ তিনি নন্, নহেন	সে নয়, নহে

পার এই ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে না শব্দ প্রয়োগ না করিয়া কখনং নার শব্দ ব্যবহার হইয়া বিভক্ত্যন্ত হয়। যথা আমি নারিলাম। তুমি নার।

৬৫। যে ক্রিয়াপদের অন্তে র কিম্বা ল থাকে তাহার অদ্যতন ভূত কাল কাব্য রচনাতে সংক্ষেপরূপে লেখা যায়। যথা করিলাম এই শব্দের স্থানে কৈলাম। বলিলাম এই শব্দের স্থানে বৈলাম। মরিলাম এই শব্দের স্থানে মৈলাম।

৬৬। বট এই শব্দের উত্তরে নিত্য প্রবৃত্ত বর্ত্তমান কালীন বিভক্তি প্রয়োগ হয়। তাহা কর্ত্তার সঙ্গে অন্বয় রাখে। যথা বটি, বট, বটেন। নীচোক্তি বটে।

কর্ম্মণিবাচ্য পদ।

৬৭। কর্ম্মণিবাচ্য ক্রিয়াপদ দুই প্রকার বিভক্ত্যন্ত হয়। অর্থাৎ আকারান্ত ক্রিয়াবাচকের সঙ্গে যা ধাতু প্রয়োগ করিলে এক প্রকার। আর ভূত কৃদন্তের সঙ্গে ভূ ধাতু প্রয়োগ করিলে অন্য প্রকার। এই স্থলে ভূ ধাতুর স্থানে হ ব্যবহার হয়।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান।

১ আমি করা যাই, কৃত হই
২ তুমি করা যাও, কৃত হও
৩ তিনি করা যান্, কৃত হন

ইত্যাদি সমস্ত কালের সাধন হয়।

ক্রিয়াপদের বিষয়ে মন্তব্য কথা।

৬৮। সময় নির্ণয় না করিয়া কর্ত্তার নিত্য ক্রিয়া প্রকাশ করিলে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয়। যথা পক্ষিরা উড়ে। পণ্ডিতেরা বিচার করেন। অর্থাৎ পক্ষিরা এখন উড়িতেছে কিম্বা পণ্ডিতেরা এখন বিচার করিতেছেন এমন নয় কিন্তু উড়ান পক্ষিরদের নিত্য ক্রিয়া ও বিচার করা পণ্ডিতেরদের ব্যবহার।

৬৯। কোন ক্রিয়ার প্রস্তাব হইলে কিম্বা প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ হইলে ঐ প্রস্তাব কিম্বা সম্মতি সূচক কথা প্রথম ব্যক্তির অনুমত্যর্থ পদে প্রয়োগ হয়। যথা প্রশ্ন। তুমি কি বাটী যাইবা। উত্তর। আমি বাটী যাই। চল আমরা বাটী যাই।

৭০। শুদ্ধ বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া প্রয়োগ হইলে সেই সময়েতেই কর্ম্ম হইতেছে এমত বুঝায়। যথা আমি বিচার করিতেছি।

৭১। কর্ত্তা যে কর্ম্মেতে পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইত তাহা প্রকাশার্থে অপরোক্ষ ভূত কালের ক্রিয়ার ব্যবহার হয়। যথা বালককালে আমি পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতাম। এক আসনে নব রাত্রি আসন করিত বহু প্রকারে সাধন ভজন করিত।

৭২। অতীত ক্রিয়া প্রকাশার্থে অদ্যতন ভূত কালের ক্রিয়ার ব্যবহার হয়। এই স্থলে সামান্যতঃ সময়ও নির্ণয় হয়। যথা আমি কল্য বাটী আইলাম।

৭৩। কর্ম্মসিদ্ধ হইলে তাহা প্রকাশার্থে অদ্যতনানদ্যতন

ভূত কালের ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। যথা আমি তাহাকে সে কথা কহিয়াছি।

৭৪। কখন২ অদ্যতন ভূত কালের পরিবর্ত্তে অনদ্যতন ভূত কালের ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। সামান্যতঃ অতীত কোন ক্রিয়ার পূর্ব্বে যে কর্ম্ম সিদ্ধ হইয়াছে তাহা প্রকাশার্থ অনদ্যতন ভূত কালের ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। যথা তিনি তাহারদের বড় দুঃখ করিয়াছিলেন।

৭৫। ভবিষ্যৎ কাল ভাবি কার্য্য প্রকাশ করে। যথা ভাদ্র মাসে বৃষ্টি হবে।

৭৬। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে প্রসঙ্গ হইলে কখন২ অনুমত্যর্থ পদের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয়। যথা মহাশয় সহসা এমত করিবেন না। আপনি এ মূর্খ চাকরের কথায় আস্থা করিবেন না।

৭৭। কখন২ অনুমত্যর্থ পদের পরিবর্ত্তে স্বার্থপদের নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কালীন ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয়। যথা মহাশয় তাহাকে এক লিখন আমার তরে লিখেন।

৭৮। স্বার্থ পদের নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান ও অপরোক্ষ ভূত ও ভবিষ্যৎ কালীন ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে আশংসার্থক শব্দ প্রয়োগ করিলে ক্রিয়াপদ আশংসার্থ হয়। সাধারণমতে আশংসার্থ ক্রিয়া ও তাহাতে যে ফল সম্ভাবনা তদুভয় প্রকাশক ক্রিয়াপদ একই কালে প্রয়োগ হয়। যথা তুমি যদি সে কথা আমাকে কহিতা তবে আমি কার্য্য সিদ্ধ করিতাম। যদি সে জন অকৃতজ্ঞ হয় তবে আমি তাহার আর উপকার করিব না।

৭৯। পূর্ব্বব্যক্ত কথার হেতু কিম্বা অভিপ্রায় প্রকাশক

পদের আরম্ভেতে, যে, যেন, এই দুই শব্দ প্রয়োগ হয়। এই স্থলে আশংসার্থ পদের বর্ত্তমান কালীন ক্রিয়ার ব্যবহার হয়। যথা এ কথিত আছে যে তোমরা প্রত্যয় কর।

৮০। ইয়া যাহার অন্তে থাকে এমত কৃদন্তের পরে থাক্ শব্দ প্রয়াগ হয়। এমত স্থলে ঐ থাক্ শব্দ ভবিষ্যৎ কালীন হইলে ক্রিয়া আশংসার্থক হয় কিন্তু বর্ত্তমান কালীন হইলে ক্রিয়ার নিত্যপ্রবর্ত্তমানতা বুঝায়। ইতে যাহার অন্তে থাকে এমত কৃদন্তের উত্তরে ঐ থাক্ শব্দ প্রয়োগ করিলে ক্রিয়ার শুদ্ধ বর্ত্তমানতা বুঝায়। যথা সে যাইয়া থাকিবে। সে জন আসিয়া থাকে। সে খাইতে থাকে।

৮১। যাহার অন্তে ত থাকে এমত বর্ত্তমান কৃদন্ত পদ কর্ত্তাসম্পর্কীয় কোন অবস্থা প্রকাশ করে। ইতে যাহার অন্তে থাকে এমত বর্ত্তমান কৃদন্ত পদ কর্ম্মসম্পর্কীয় কোন ঘটনা প্রকাশ করে। যথা পণ্ডিত মনে২ বিচার করত কথা কহিলেন। এক জন অন্ধ ভিক্ষা করত পথের ধারে বসিত। বংশ না হইতে তুমি ছাড়িয়া যাইতে চাহ। তাহাকে আসিতে দেখিলাম।

৮২। ঈকারান্ত কর্ত্তৃবাচককে কখন২ বর্ত্তমান কৃদন্তের স্থানে ব্যবহার করা যায়। যথা আমি তোমার পশ্চাদ্‌গামিকে পরামর্শ দিলাম।

৮৩। নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কৃদন্ত পদ বর্ত্তমান ক্রিয়াপ্রকাশক হয়। কিন্তু কার্য্যের সিদ্ধি না হওনপর্য্যন্ত কিম্বা অন্য কর্ম্মের না ঘটনপর্য্যন্ত ঐ ক্রিয়া চলিতেছে এমত বুঝায়। যথা যাইতে২ উত্তরিল। খাইতে২ তৃপ্ত হইলাম।

৮৪। যখন অনেক ক্রিয়ার একই কর্ত্তা থাকে এবং

ঐ সকল ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য এক ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে তখন ইয়া যাহার অন্তে থাকে এমত ক্রিয়াবিশেষণ কৃদন্ত প্রয়োগ করিলে ঐ সকল ক্রিয়ার যোগ হয়। যথা রাজা পণ্ডিতের পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রিরদের বাক্য আদর না করিয়া পণ্ডিতকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন।

৮৫। যখন এক পদে লিখিত অনেক ক্রিয়ার অনেক কর্ত্তা থাকে এবং ঐ সকল ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য এক ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে তখন ইলে যাহার অন্তে থাকে এমত ক্রিয়াবিশেষণ কৃদন্তের প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল ক্রিয়ার যোগ হয়। যথা সলিমান বিস্তর শওগাত দিয়া আকবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাদশাহ তাঁহার নিবেদন শুনিলেন পরে তাঁহার অনুগ্রহেতে অনুগৃহীত হইয়া তিনি পদার্পিত হওনের ফরমান ও বিচিত্র খেলাত পাওনেতে কৃতার্থ হইয়া গৌড়ে বাহুড়িলেন।

৮৬। যদি কোন ক্রিয়ার ফলস্বরূপ অন্য কার্য্য সিদ্ধ হইবার কিম্বা কোন বিষয় ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে তবে ক্রিয়ার আশংসার্থ পদ প্রয়োগ না করিয়া ইলে যাহার অন্তে থাকে এমত কৃদন্ত পদ সাধারণ মতে প্রয়োগ করা যায়। যথা বৃষ্টি হইলে ধান্য হইবে অর্থাৎ যদি বৃষ্টি হয় তবে ধান্য হইবে।

৮৭। আকারান্ত ক্রিয়াবাচকের কখন২ ভূত কৃদন্তের তুল্য কার্য্য হয়। যথা ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে।

৮৮। আকারান্ত ক্রিয়াবাচকের উত্তরে কারণ, জন্য, তরে, নিমিত্ত, হেতু এই২ শব্দ প্রয়োগ করিলে যে কার্য্য হয়

চতুমন্ত পদের উত্তরে সেং শব্দ প্রয়োগ করিলে প্রায় সেই কার্য্য হয়। যথা সে কার্য্য করণের কারণ, করার কারণ, করিবার কারণ তিনি আইলেন।

৮৯। চতুমন্ত পদের ষষ্ঠী প্রয়োগ হইলে কখনং তাহার গুণবাচকের তুল্য অর্থ হয়। যথা ধান্য রুপিবার কাল। বুনিবার কাল।

৯০। কর্ম্মণিবাচ্য ক্রিয়াপদের অর্থ তিন প্রকারে ব্যক্ত হয়। ১। কর্ম্মণিবাচ্য পদের পরিবর্ত্তে কর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ হয় কিন্তু কর্ত্তার তৃতীয়া ও কর্ম্মের প্রথমা বিভক্তি প্রয়োগ হয়। যথা বাঘে কিম্বা বাঘেতে মানুষ খাইয়াছে। ২। আ-কারান্ত ক্রিয়াবাচক যা ধাতুর সঙ্গে প্রয়োগ হয়। যথা তা-হারদের নাম মাত্র শুনা যায়। ৩। ভূত কৃদন্তের সঙ্গে ভূ ধাতুর প্রয়োগ হয়। যথা তাহারা আনুপূর্ব্বিক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।

৯১। সম্বোধন সূচক ক্ষুদ্রং শব্দ কখনং অনুমত্যর্থ পদের পরে প্রয়োগ হয়। ইহার উদাহরণ ১৫ পৃষ্ঠার ৩৪ পদে লিখিত হইয়াছে।

৯২। যাহার সহিত কথা কহা যায় তাহার মনোযোগ করণার্থে দিকি, দিখি, দিনি, সিনি এইং শব্দ অনুমত্যর্থ পদের পরে প্রয়োগ হয়। যথা দেখদিকি কেমন ফল।

৯৩। নঞর্থ ক্রিয়াপদের অদ্যতন ভূত কালের পরি-বর্ত্তে যে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কালীন ক্রিয়াপদ প্রয়োগ হয় তাহার নঞর্থ শব্দের পরে কো শব্দ কখনং প্রয়োগ হয়। এই স্থলে নঞর্থ নাই শব্দের পরিবর্ত্তে নি শব্দ ব্যবহার হয়। যথা আমি করি নি কো। আমি কখন করি নি কো।

৯৪। নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান ক্রিয়ার পূর্ব্বে কিম্বা পরে তো শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহাতে কখন২ বোধ হয় যে ঐ ক্রিয়ার কোন ফল সম্ভাবনা। যথা আমি তো যাই। আমি যাই তো অর্থাৎ গেলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে।

৯৫। উক্ত মতে তো শব্দ ক্রিয়ার পূর্ব্বে কিম্বা পরে প্রয়োগ করিলে তাহাতে কখন২ বোধ হয় যে কৃতকার্য্য হইবার অপেক্ষা না থাকিলেও কর্ত্তার সে কর্ম্ম করিবার স্থিরপ্রতিজ্ঞতা আছে। যথা আমি তো করি (অর্থাৎ হউক কি না হউক)। এখন মেঘ তো করিয়াছে (বৃষ্টি হউক কি না হউক)।

৯৬। নঞর্থ ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে তো শব্দ প্রয়োগ হইলে কর্ত্তার বিষয় কিছু নিশ্চয় কিন্তু অন্য ব্যক্তির বিষয় অনি-শ্চিততা প্রকাশ হয়। যথা আমি তো করি নাই (অর্থাৎ অন্য কেহ করিয়া থাকিবে)। আমি লোক তো দেখি নাই (অর্থাৎ বোধ হয় আপনারই করিতে হইবে)। আমি তো করি নাই আর কেহ করিয়া থাকে কি।

সপ্তম অধ্যায়।

শব্দোৎপত্তি বিষয়।

১। বঙ্গ ভাষার অনেক কথা সংস্কৃত ধাতুমূলক। অতএব যাঁহারা বঙ্গভাষা অভ্যাস করেন তাঁহারদের ঐ ধাতুগণ এবং তাহাহইতে শব্দোৎপত্তির ধারা শিক্ষা করা উচিত।

২। শব্দ তিন প্রকার। ১। কৃদন্ত। অর্থাৎ ধাতুহইতে যে শব্দের উৎপত্তি হয় তাহা।

২। তদ্ধিত। অর্থাৎ মূলশব্দের পরে কিম্বা বিভক্তির স্থানে কোন প্রত্যয় করিয়া যে শব্দের উৎপত্তি হয় তাহা।

৩। সমাস। অর্থাৎ দুই কিম্বা ততোধিক পদের যোগে যে শব্দ হয় তাহা।

৩। বঙ্গ ভাষাতে যে২ শব্দের ব্যবহার হয় এমন প্রত্যেক শব্দের উৎপত্তির বিধান সামান্য ব্যাকরণের মধ্যে রচনা করা যাইবে এমত সম্ভাবনা নাই। অতএব কোন বিশেষ শব্দভিন্ন এবং যে২ শব্দ বঙ্গভাষাতে ব্যবহার হয় না তদ্ভিন্ন অন্যান্য ধাতুমূলক শব্দের উৎপত্তির নিয়ম লেখা যাইতেছে।

ধাতুর অন্তে অন, আ, এই দুই প্রত্যয় করিলে ক্রিয়াবাচক হয় তাহাতে ক্রিয়ার করণ বুঝায়। এই মত শব্দ সম্বন্ধি পদের সঙ্গে অন্বয় রাখে। যথা লেখন, লেখা। দর্শন, দেখা। তাঁহার দর্শন অতিসুখদায়ক।

ধাতুর অন্তে তি প্রত্যয় করিলে ভাববাচক শব্দ হয়। কোন২ স্থলে তি স্থানে নি প্রয়োগ হয়। যথা কৃতি। ভক্তি। মতি। বুদ্ধি। হানি।

গৈ ধাতুর অন্তে থক প্রত্যয় করিলে ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝায়। যথা গাথক।

ধাতুর অন্তে তৃ প্রত্যয় করিলে অনেক শব্দের উৎপত্তি হয়। তাহাতে প্রায়ই ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝায়। বাঙ্গলা ভাষাতে এমত শব্দ সমাসের প্রথম পদ না হইলে অন্ত্য ঋকারের স্থানে আকার হয়। যথা বক্তা। জ্ঞাতা।

ধাতুর অন্তে ন প্রত্যয় করিলে ভাবার্থ বোধ হয় যথা যত্ন। স্বপ্ন।

ধাতুর অন্তে অক প্রত্যয় করিলে ক্রিয়ার কর্ত্তাকে বুঝায়। সাধারণমতে অক প্রত্যয় হইলে ধাতুর স্বর বৃদ্ধি পায়। এইমত সকল শব্দ গুণবাচক বটে কিন্তু সাধারণ মতে দ্রব্যবাচকের ন্যায় ব্যবহার হয়। যথা কারক। লেখক। ধারক।

ধাতুর অন্তে অ প্রত্যয় করিলে অনেক শব্দের উৎপত্তি হয়। অ প্রত্যয় করিলে ধাতুর অন্ত্য চ স্থানে ক ও অন্ত্য জ স্থানে গ হয়। যথা কর। বহ। ব্যতিরেক। ত্যাগ।

ধাতুর অন্তে ত্র, অস্, উস্, ইস্, মন ইত্যাদি কএক প্রত্যয় করিলে যদ্দ্বারা ক্রিয়া সাধন হয় প্রায় তাহা বুঝায়। ইহার মধ্যে অন্যান্য প্রত্যয়াপেক্ষা ত্র প্রত্যয় প্রায় নিত্য ব্যবহার হয়। যথা নেত্র। দংষ্ট্র। যোত্র। রজস। চক্ষুস্ সর্পিস্। শর্ম্মন্। শেষ তিন কথার ও তদ্রূপে জাত অন্যান্য কএক কথার প্রত্যয়িত অন্ত্য বর্ণ বাঙ্গলা ভাষাতে উচ্চারণ হয় না।

ধাতুর অন্তে য় প্রত্যয় করিয়া অনেক শব্দের উৎপত্তি

হয়। সংস্কৃত ভাষাতে এইমত সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ অতএব বঙ্গভাষাতে স্ত্রীলিঙ্গসূচক আকার অন্তে প্রয়োগ হয়। যথা ক্রিয়া। শয্যা। বিদ্যা।

ধাতুর অন্তে অ প্রত্যয় করিলে অনেক শব্দের উৎপত্তি হয়। ইহারাও সংস্কৃত ভাষাতে স্ত্রীলিঙ্গ অতএব বঙ্গভাষাতে আকারান্ত হয়। যথা দিদৃক্ষা। জিজ্ঞাসা। তুলা। ইচ্ছা। জরা। তারা। ধারা। চিন্তা। পূজা।

ধাতুর অন্তে উ প্রত্যয় করিলে অনেক শব্দের উৎপত্তি হয়। যথা বায়ু। স্বাদু। জানু।

ধাতুর অন্তে তু প্রত্যয় করিলে অনেক শব্দের উৎপত্তি হয়। যথা সেতু। ধাতু। জন্তু। বস্তু। হেতু।

ম প্রত্যয় করিলে অনেক শব্দের উৎপত্তি হয়। এই ধাতুর স্বর গুণ পায়। যথা হোম। সোম। ক্ষেম।

কিন্তু কোন২ স্থানে ধাতুর স্বর গুণ পায় না। যথা ধূম। হিম। রুক্ম।

র প্রত্যয় করিলে অনেক শব্দের উৎপত্তি হয়। যথা চন্দ্র। উদ্র। সূর। গৃধ্র। ছিদ্র।

৪। যাঁহারা বাঙ্গলা শব্দের উৎপত্তি বিষয় উত্তমরূপে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের কৃদন্ত উনাদি প্রত্যয় অভ্যাস করিলে বিশেষ জানিবেন। পরন্তু এই যে সকল বিধান গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে তাহাই বঙ্গভাষার চলিত সকল কৃদন্ত জানিবার জন্যে প্রচুর।

কর্ত্তৃবাচকের উৎপত্তি।

৫। অত ও ইতে যাহার অন্তে থাকে এমত বর্ত্তমান কৃদন্ত ভিন্ন ও ক্রিয়াবিশেষণ ও আশংসার্থক ও নিত্যপ্রবৃত্ত

বর্ত্তমান কৃদন্ত পদ ভিন্ন ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত অন্য সকল কৃদন্ত পদ গুণবাচকের তুল্য ব্যবহার হয়। যথা বর্দ্ধমান। গত।

৬। ধাতুর অন্তে ইষ্ণু, ষ্ণু, স্নু, নু, উক, আলু, রু, মর, উর, উক, বর, র, উ ইত্যাদি কএক প্রত্যয় করিলে ধাতুর অর্থে যে ক্রিয়া তাহা করিবার রীতি কিম্বা স্বভাব প্রকাশ হয়। উক্ত সকল প্রত্যয় স্বেচ্ছামতে কোন ধাতুর অন্তে হয় না কিন্তু সংস্কৃত বৈয়াকরণেরদের প্রকাশিত বিশেষ২ ধাতুর অন্তে প্রত্যয় হয়। যথা বর্দ্ধিষ্ণু। জিষ্ণু। স্থাস্নু। ধৃষ্ণু। ঘাতুক। শয়ালু। দারু। অদ্মর। ভঙ্গুর। বিদুর। বাবদূক। ভাস্বর। নশ্বর। হিংস্র। নম্র। লিপ্সু। জিজ্ঞাসু।

৭। ধাতুর অন্তে ইন্ প্রত্যয় করিলে অনেক কর্ত্তৃবাচক হয়। তাহাতে ধাতুর অর্থে যে ক্রিয়া তাহা করিবার স্বভাব কিম্বা তাহাতে কেবল লিপ্ততা বুঝায়। এই প্রত্যয় করিলে ধাতুর স্বর বৃদ্ধি পায়। বঙ্গভাষাতে ইন্ শব্দের নকার ত্যাগ করা যায় ও কর্ত্তাকারকের ইকার দীর্ঘ হয়। যথা স্থায়ী। কারী। অপরাধী। অহঙ্কারী।

৮। ধাতুর সঙ্গে অন্য শব্দের যোগ করিয়া অনেক কর্ত্তৃবাচকের উৎপত্তি হয়। এই স্থানে ধাতুর অন্তে অ প্রত্যয় হয়। ধাতুর যে স্বর তাহা কখন২ গুণ পায় কখন২ বৃদ্ধিও পায়।

৯। কৃ ও সৃ ধাতু উক্ত প্রকারে অন্য শব্দের সঙ্গে যোগ হইলে যখন ধাতুর স্বর বৃদ্ধি পায় তখন তদুৎপন্ন শব্দ

গুণবাচক হইলেও বঙ্গভাষাতে দ্রব্যবাচকের ন্যায় ব্যবহার হয়। যথা কুম্ভকার।

১০। পরন্তু সাধারণমতে উক্ত দুই ধাতু উক্তমতে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইলে ধাতুর ঋকার গুণ পায়। এই প্রকার সকল শব্দ গুণবাচক কিন্তু তাহার মধ্যে কোন২ শব্দ দ্রব্যবাচকের ন্যায় ব্যবহার হয়। যথা পুরঃসর। তুষ্টিকর। যশস্কর। কিন্তু ভাস্কর, চিত্রকর, নিশাকর, ইত্যাদি কএক শব্দ দ্রব্যবাচক কথিত হয়।

১১। হন, চর, গৈ, ধৃ, কৃ, সৃ, গম, জ্ঞা, স্থা, দা, জন, এই২ ধাতু অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইলে ধাতুর অর্থের কর্ত্তাকে বুঝায়। পূর্ব্বোক্ত বিধি ও অন্যান্য বিধ্যনুসারে ঐ সকল ধাতুর যোগ হইলে তৎস্থানে ক্রমেতে ঘ্ন, চর, গ, ধর, কর, সর, গ, জ্ঞ, স্থ, দ, জ, হয়। যথা ধনঘ্ন অর্থাৎ ধননাশক বস্তু। জলচর অর্থাৎ জলে গমনকারি বস্তু। সামগ অর্থাৎ সামবেদ গায়ক। দণ্ডধর অর্থাৎ যে দণ্ড ধরে, রাজা। শান্তিকর অর্থাৎ শান্তি করে যে। ভয়ঙ্কর অর্থাৎ যে ভয় করায়। অগ্রসর অর্থাৎ যে অগ্রে গমন করে। নীচগ অর্থাৎ যে নীচে যায়। সর্ব্বত্রগ অর্থাৎ যে সর্ব্বত্রে গমন করে। সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ যিনি সকল জানেন। গৃহস্থ অর্থাৎ গৃহের মধ্যস্থায়ী। আনন্দদ অর্থাৎ আনন্দ দেয় যে। শ্রমজ অর্থাৎ শ্রমেতে জাত।

যে ধাতুর অনুবন্ধ ডু থাকে তাহার অন্তে ত্রিম প্রত্যয় করিলে ঐ ধাতুর অর্থজাত গুণবাচক শব্দ হয়। যথা কৃত্রিম।

তব্য, অনীয়, য় এই২ প্রত্যয় ধাতুর অন্তে হইলে কর্ম্ম-নিবাচ্য ভবিষ্যৎ কৃদন্ত হয়। তাহাতে ক্রিয়ার কর্ত্তব্যতা কিম্বা ঔচিত্যার্থ হয়। যথা কর্ত্তব্য। দানীয়। দৃশ্য।

আকারান্ত ধাতুতে য় প্রত্যয় হইলে আকারের স্থানে একার হয়। যথা দেয়। জ্ঞেয়।

তদ্ধিত।

কৃদন্ত কিম্বা সমাস কিম্বা অন্য তদ্ধিতের অন্তে কএক শব্দ কিম্বা অক্ষর প্রয়োগ করিলে অনেক শব্দের উৎপত্তি হয়।

অপত্যবাচক।

অপত্যবাচক সকল শব্দ বঙ্গভাষাতে গুণবাচক হয়। কিন্তু তাহার উত্তরে বিশেষ্য শব্দ প্রায় প্রয়োগ হয় না এই প্রযুক্ত ঐ অপত্যবাচকের প্রায় দ্রব্যবাচকের ন্যায় কার্য্য হয়।

অকারান্ত শব্দের উত্তরে ই প্রত্যয় করিলে এবং শব্দের প্রথম স্বরের বৃদ্ধি করিলে অনেক অপত্যবাচক হয়। যথা কার্ষ্ণি অর্থাৎ কৃষ্ণবংশ।

স্ত্রীলিঙ্গ আকার ঈকার উকারান্ত শব্দের উত্তরে এয় প্রত্যয় করিলে অপত্যবাচক হয়। এই প্রত্যয়ের পূর্ব্বে অন্ত্য উকার ত্যাগ হয়। এই স্থলে শব্দের প্রথম স্বর বৃদ্ধি পায়। যথা গাঙ্গেয় অর্থাৎ গঙ্গাবংশ।

শব্দের উত্তরে য় কিম্বা অয়ন প্রত্যয় করিলে অনেক অপত্যবাচক হয়। এইমত স্থলে প্রথম স্বর বৃদ্ধি পায়। যথা গার্গ্য অর্থাৎ গর্গ বংশ। আশ্বায়ন অর্থাৎ অশ্ববংশ। নাড়ায়ন অর্থাৎ নড় মুনি বংশ।

শব্দের উত্তরে অ উচ্চারণ করিলে কএক অপত্যবাচক হয়। এই স্থলে প্রথম স্বর বৃদ্ধি পায়। যথা শৈব অর্থাৎ শিববংশ। বাশিষ্ঠ অর্থাৎ বশিষ্ঠবংশ।

অন্য কএক প্রত্যয় হইলে অপত্যবাচক হয় কিন্তু তাহা অত্যল্প ও প্রায় অব্যবহার্য্য অতএব এই পুস্তকে লেখা যায় নাই।

জাতিবাচক।

কোন দেশের কিম্বা শহরের বা নগরের লোক প্রকাশক শব্দকে জাতিবাচক কহে। যে২ প্রত্যয় করিলে অপত্যবাচক হয় সেই২ প্রত্যয়ের দ্বারা জাতিবাচকও হয়। তদ্ভিন্ন অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তরে ঈয় প্রত্যয় করা যায়। অপত্যবাচকের ন্যায় তাহা গুণবাচক শব্দ। যথা গৌড়ীয়। দেশী বা দেশীয়। বঙ্গীয়। বাঙ্গালা।

কোন দেশের নামের উত্তরে দেশী, দেশ্য, দেশীয় এই২ শব্দ প্রয়োগ করিলে জাতিবাচক হয়। যথা চীন দেশী, চীন দেশ্য, চীনদেশীয়, চীনীয়।

সমূহবাচক।

সংস্কৃত সমূহবাচক অনেক প্রত্যয়ের দ্বারা হয় আর সেই সমুহবাচকের বঙ্গভাষাতে অত্যন্ত ব্যবহার আছে। সাধারণমতে শব্দের উত্তরে অ উচ্চারণ করিয়া প্রথম স্বরের বৃদ্ধি করিলে কিম্বা য়া, তা প্রত্যয় করিলে সমুহবাচক হয়। যথা লৌক। মানব। বন্যা। জনতা।

গুণবাচকের ভাবার্থক শব্দ।

গুণবাচক ও অনেক দ্রব্যবাচক শব্দের উত্তরে ত্ব কিম্বা তা প্রত্যয় করিলে ভাবার্থক শব্দ হয়। যথা ভদ্রতা, ভদ্রত্ব। ঈশ্বরতা, ঈশ্বরত্ব। প্রভুত্ব, প্রভুতা।

গুণবাচকের উত্তরে অ কিম্বা য প্রত্যয় করিয়া প্রথম স্বরের বৃদ্ধি করিলে সাধারণমতে অনেক গুণবাচক হয়। যথা গুরু শব্দহইতে গৌরব, গুরুতা, গুরুত্ব। মৃদু শব্দহইতে মার্দব, মৃদুতা, মৃদুত্ব। স্থির শব্দহইতে স্থৈর্য্য, স্থিরতা, স্থিরত্ব। সুন্দর শব্দহইতে সৌন্দর্য্য, সুন্দরতা, সুন্দরত্ব।

বর্ণবোধক শব্দ ও অন্য কএক শব্দের উত্তরে ইমন প্রত্যয় করিলে অনেক ভাবার্থক শব্দ হয়। এই স্থলে ইমন শব্দের ন লোপ পায় ও মকারের অকার দীর্ঘ হয়। পূর্ব্বোক্ত দুই বিধিক্রমেও এই প্রকার গুণবাচক হয়। যথা রক্তিমা, রক্ততা, রক্তত্ব। শুক্লিমা, শুক্লত্ব, শুক্লতা, শৌক্ল। গরিমা, গুরুত্ব, গুরুতা, গৌরব।

দ্রব্যবাচক জাত গুণবাচক।

এমত অনেক গুণবাচক নানা প্রত্যয় করিলে হয় ও তাহাতে নানা অর্থ হয়। কিন্তু প্রায় প্রথম স্বরের বৃদ্ধি করিয়া শব্দের অন্তে অ, য, ইক এই২ প্রত্যয় করিলে এই প্রকার গুণবাচক হয়।

যে বস্তুতে রং করা যায় এমত বস্তুবোধক শব্দের উত্তরে উক্ত প্রত্যয় করিলে ঐ রং প্রকাশক গুণবাচক হয়। যথা হারিদ্র। লাক্ষিক।

কোন পাত্রে কিম্বা অস্ত্রেতে প্রস্তুত আহারীয় দ্রব্যের ও কোন গুরু কিম্বা দেবতার উপাসকের এবং কোন দেশজাত বস্তুর কিম্বা লোকের গুণবাচক উক্ত তিন প্রত্যয়ের দ্বারা হয়। যথা শূল্য অর্থাৎ শূলদ্বারা পাক করা বস্তু। শৈব অর্থাৎ শিবের উপাসক। ঔডুম্বর অর্থাৎ যে দেশে অনেক ডুমর বৃক্ষ জন্মে।

অ, য়, ইক এই তিন প্রত্যয়ের যোগদ্বারা কোন গুণের স্থিতি প্রকাশক গুণবাচক হয়। যথা বাঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গদেশীয়। আধ্যাত্মিক অর্থাৎ অধ্যাত্ম সম্বন্ধীয়। পারলৌকিক অর্থাৎ পরলোক সম্বন্ধীয়। ঐহিক অর্থাৎ ইহকাল সম্বন্ধীয়।

এইমত অনেক গুণবাচক কেবল য় প্রত্যয় করিলে হয়। যথা আদ্য। দন্ত্য। ওষ্ঠ্য।

কোন২ শব্দের উত্তরে বর্গ শব্দ প্রয়োগ করিয়া ঐ বর্গ শব্দের উত্তর ঈয়, য়, ইন্*, প্রত্যয় করিলে এই প্রকার গুণবাচক হয়। ঐ বর্গ শব্দের সহিত যদি বর্ণমালার কেবল এক বর্ণের যোগ থাকে তবে কেবল ঈয় প্রত্যয় হয়। যথা কবর্গীয়। অর্জুনবর্গীয়, অর্জুনবর্গ্য, অর্জুনবর্গী।

কোন বিশেষ দ্রব্যেতে বস্তু নির্ম্মিত হইলে ঐ দ্রব্যের উত্তরে অ প্রত্যয় করিলে তদর্থক গুণবাচক হয়। প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা পালাশ অর্থাৎ পলাশ বৃক্ষের কাষ্ঠেতে নির্ম্মিত।

দ্রব্য বাচক শব্দের উত্তরে ময় প্রত্যয় করিলে এমত অনেক গুণবাচক হয়। যথা কাষ্ঠময়। যবময়। লোহময়।

কোন বস্তুবোধক শব্দের উত্তরে বৎ কিম্বা মৎ প্রত্যয় করিলে ঐ বস্তুর সত্ত্বার্থক গুণবাচক হয়। পুংলিঙ্গ হইলে ঐ বৎ ও মৎ শব্দের স্থানে বান্ ও মান্ এবং স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বতী ও মতী হয়। যথা বলবৎ, বলবান, বলবতী। শ্রীমৎ, শ্রীমান, শ্রীমতী।

---

* ইন্ ও ইনন্ত প্রত্যয়ের নকার লোপ পায়। কর্ত্তাকারকে ইকার দীর্ঘ হয়।

যাহার অন্ত্যবর্ণ কিম্বা অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ ম, অ, আ এবং যাহার অন্তে অনুনাসিক বর্ণ এবং য, র, ল, ব, শ, ষ, স ভিন্ন অন্য ব্যঞ্জন থাকে এমত সকল শব্দের উত্তরে বৎ প্রত্যয় হয়। অন্য প্রায় সকল শব্দের উত্তরে মৎ প্রত্যয় হয়। যথা লক্ষ্মীবান। জ্ঞানবান। বুদ্ধিমান।

যাহার অন্তে অস্ থাকে এমত সকল শব্দ আর স্রজ, মেধা, মায়া এই২ শব্দের উত্তরে বিন্ প্রত্যয় হয়। যথা তেজস্বী। মায়াবী।

সংস্কৃত ভাষায় ইল, শ, র, ইন, ইক, আলু, শালিন্, উল, এই২ প্রত্যয় করিলে এমত অনেক গুণবাচক হয়। তাহা বাঙ্গলা ভাষাতেও চলিত। যথা পিচ্ছিল। লোমশ। মধুর। মলিন। মায়িক। দয়ালু। ধৈর্য্যশালী। বাতুল।

অর্থ, শীল, ধর্ম্ম, বর্ণ এই২ শব্দ অন্য২ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইলে তাহার উত্তরে এবং অন্য কএক শব্দের উত্তরে ইন্ প্রত্যয় করিয়া এমত অনেক গুণবাচক হয়। যথা জলার্থী। সুশীলী। ব্রাহ্মণধর্ম্মী। রক্তবর্ণী। ধনী। জ্ঞানী। দুঃখী।

অষ্টম অধ্যায়।

সমাস।

দুই কিম্বা ততোধিক শব্দ এক পদ হইলে তাহার সমাস সংজ্ঞা হয়। সমাস হইলে কেবল শেষ পদ বিভক্ত্যন্ত হয়। সমাস ছয় প্রকার অর্থাৎ দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

১। প্রথম দ্বন্দ্ব সমাস। অনেক পদের পরস্পর প্রাধান্যার্থে এক পদ হইলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। এই স্থলে শব্দের মধ্যে সমুচ্চয়ার্থক অব্যয়পদের ব্যবহার হয় না। যথা হে মহারাজ সকল ঋতুরাজ বসন্ত আপনকার বিলাস বিপিনসমূহে প্রবেশ করিলেন বনরাজী নবীন পল্লব ফল পুষ্পস্তবক মঞ্জরী ভারেতে পরম শোভাবিষ্ট হুইয়াছেন। এই স্থলে পল্লব ফল পুষ্পস্তবক মঞ্জরী এই২ শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে।

২। দ্বিতীয়। বহুব্রীহি সমাস হইলে দুই কিম্বা ততোধিক শব্দের যোগেতে অন্যার্থক এক পদ হয়। এই প্রকার অনেক পদ বক্তার ইচ্ছামতে করা যায়। যথা মৃগাক্ষী। শশিমুখী। গৌরাঙ্গ। পীতাম্বর। দিগম্বর। বাঘাম্বর। দুরাত্মা।

৩। কখন২ কর্ম্মণিবাচ্য কৃদন্ত এই সমাসের প্রথম পদ হয়। যথা হতবুদ্ধি। হীনবুদ্ধি। হৃষ্টচিত্ত। জাতক্রোধ। হৃতসর্ব্বস্ব।

৪। তৃতীয় কর্ম্মধারয়। অর্থাৎ বিশেষণ বিশেষ্য যুক্ত পদ। যথা মাতা ক্ষুদ্র বালকের বিষয়ে অতি চিন্তান্বিতা আছেন।

মন্তব্য। এই সমাস প্রযুক্ত বিশেষ্যের পূর্ব্বে বিশেষণ

পদ বিভক্ত্যন্ত হয় না। দ্রব্যবাচকের পূর্ব্বে সর্ব্বনাম থাকিলেও তদ্রূপ হয়। যথা এ সকল লোককে।

৫। কখন২ বিশেষ্যের পূর্ব্বে বিশেষণের স্থলে অন্য বিশেষ্য প্রয়োগ হয়। এই স্থলে ঐ বিশেষ্য বিভক্ত্যন্ত হয় না। যথা সাহেব লোক। মুহরিগিরি।

দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণে লিখিত আপনকার বিলাস বিপিন সমূহে এই২ পদের কর্ম্মধারয় সমাস হয়।

৬। এই সমাস হইলে দ্রব্যবাচকের পূর্ব্বে মহৎ শব্দের স্থানে মহা প্রয়োগ হয়। যথা মহারাজ। মহাবল।

রাজন্, অহন্ এই দুই শব্দ কর্ম্মধারয় সমাসের বিশেষ্য পদে থাকিলে নকার ত্যাগ করা যায়। যথা মহারাজ। পরমাহ।

অহন্ শব্দের পূর্ব্বে সর্ব্ব শব্দ কিম্বা কালবোধক বা সংখ্যাবাচক বা অব্যয়পদ থাকিলে ঐ অহন্ শব্দের স্থানে অহ্ন শব্দ প্রয়োগ হয়। যথা সর্ব্বাহ্ন। মধ্যাহ্ন। পূর্ব্বাহ্ন।

৭। চতুর্থ তৎপুরুষ। অর্থাৎ দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত পদের সঙ্গে কৃদন্ত পদের যোগ। এই স্থলে দ্রব্যবাচকের বিভক্তি উচ্চারণ হয় না। এইমত শব্দ গুণবাচকার্থ। কর্ম্মকারকের যোগে যথা দেশজয়ী। তৃতীয়ার যোগে যথা জলপূর্ণ, সোনামড়া, হস্তকৃত। চতুর্থীর যোগে যথা দেবদায়ী। পঞ্চমীর যোগে যথা বৃক্ষপতিত, গৃহাগত।

৮। ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে অন্য পদের যোগে তৎপুরুষ সমাস হয়। এই স্থলে ষষ্ঠীর বিভক্তি উচ্চারণ হয় না। এই প্রকার শব্দ দ্রব্যবাচক। যথা সুখাকাঙ্ক্ষা। কার্য্যাধ্যক্ষ। গৃহকর্ত্তা।

বাঙ্গলা ভাষায় যে২ শব্দের সংস্কৃতহইতে উৎপত্তি হয় তাহার সমাস হইলে ঐ সংস্কৃত পদেরই ব্যবহার হয়। যথা পিতৃধর্ম্ম। মাতৃস্নেহ। তৎপরে। তদুপরে।

৯। নীচের লিখিত সর্ব্বনামের সমাস হইলে তাহার এই২ কার্য্য হয়। অর্থাৎ আমি স্থানে মৎ, আমা। তুমি স্থানে ত্বৎ, তোমা। আমরা স্থানে অস্মৎ। তোমরা স্থানে যুস্মৎ। তিনি, তাঁহ, সে, স্থানে তৎ। যিনি, যে, স্থানে যৎ। ইনি, এ, স্থানে এতৎ। কে, কেহ, স্থানে কিং। যথা আমাসকলের কারণ। মদ্দশা। মদ্দ্বারা। তোমাবিপরীতে। ত্বদ্বাক্য। অস্মদ্ভাষা। যুস্মদ্দেশ। তন্নিমিত্তে। যজ্জন্যে। কিম্বদন্তী।

১০। কারী, কারক, গামী, দায়ী, দায়ক, বাদী, হারী, এষী, ইচ্ছু, ইচ্ছুক, অন্বেষী, রাজী, নাশী, নাশক, জনক, অনুযায়ী, স্থায়ী, বর্ত্তী, ভাবী, জ্ঞাপক, সূচক, স্থাপক, উপকারী, উপকারক, অপেক্ষী, অপেক্ষক, ভাষী, ত্যাগী, ক্রয়ী, বিক্রয়ী, দর্শী, দর্শক, ধারী, ধারক, আকাঙ্ক্ষী, এই২ শব্দ এবং অক, ঈ (ইন্), যাহার অন্তে থাকে এমত সকল তদ্ধিত আবশ্যক মতে তৎপুরুষ সমাসের শেষ পদ হইতে পারে। যথা প্রেমকারী, প্রেমকারক, পথগামী, সুখদায়ী, সুখদায়ক, বাক্যবাদী, পাপহারী, হিতৈষী, হিতেচ্ছুক, সুখান্বেষী, দেশরাজী, পাপনাশী, পাপনাশক, সুখজনক, আজ্ঞানুযায়ী, চিরস্থায়ী, গ্রামবর্ত্তী, তদ্ভাবী, কার্য্যজ্ঞাপক, অনিষ্টসূচক, দ্রব্যস্থাপক, মিত্রোপকারী, মিত্রোপকারক, মিত্রাপেক্ষী, মিত্রাপেক্ষক, পরুষভাষী, ধর্ম্মত্যাগী, ধান্যক্রয়ী, শস্যবিক্রয়ী, দীর্ঘদর্শী, দীর্ঘদর্শক, অস্ত্রধারী, জগদ্ধারক, সুখাকাঙ্ক্ষী।

অন্য শব্দের সঙ্গে কর্ম্মণিবাচ্য কৃদন্তের যোগ বক্তার ইচ্ছা-মতে করা যায়। স্থিত, গত, কৃত, দত্ত, উক্ত, জ্ঞাত, গ্রস্ত, ত্যক্ত, প্রাপ্ত, হত, যুক্ত, যুত, অন্বিত, অভীষ্ট, আবিষ্ট, যোগ্য, বিশিষ্ট, রহিত, হীন, বিহীন, এই২ কৃদন্ত অতি সা-মান্যরূপে ব্যবহার হয়। এই সকল কৃদন্ত সমাসের শেষ-পদ হয়। যথা হস্তস্থিত, হস্তগত, হস্তকৃত, দেবদত্ত, বেদোক্ত, সমাচারজ্ঞাত, আপদ্গ্রস্ত, ঈশ্বরত্যক্ত, ধনপ্রাপ্ত, দৈবহত, আনন্দযুক্ত, আনন্দান্বিত, পাপাভীষ্ট, পাপাবিষ্ট, সম্মান-যোগ্য, আহ্লাদবিশিষ্ট, ধর্ম্মহীন, ধর্ম্মবিহীন, ধর্ম্মরহিত।

১১। সপ্তম্যন্ত পদের সমাস এইরূপে হয়। যথা হরি-ভক্তি, বঙ্গবাসী, শিখরবাসী, জলচর, খেচর, ভূচর।

১২। পঞ্চম দ্বিগু। সংখ্যাবাচকের সঙ্গে অন্য পদের যোগে দ্বিগু সমাস হয়। যথা ত্রিভুবন। চতুর্দ্দিগ। চতুর্যুগ।

১৩। ষষ্ঠ অব্যয়ীভাব। এই সমাসের প্রথম পদ উপসর্গ ক্রিয়াবিশেষণইত্যাদি কোন অব্যয়। এই সমাস প্রায়ই ক্রিয়াবিশেষণার্থক। যথা যাবজ্জীবন। যথাশক্তি।

১৪। একই শব্দ দুইবার উচ্চারণ করিয়া দুই কিম্বা ততোধিক ব্যক্তির পরস্পর কার্য্য বুঝায়। এই স্থলে প্রথম পদ আকারান্ত দ্বিতীয় পদ ইকারান্ত হয়। যথা হানা-হানি। গালাগালি। মারামারি। পিটাপিটি। তাড়াতাড়ি।

ভূত, কৃত, এই দুই শব্দ অন্য পদের সঙ্গে যুক্ত হইলে ঐ পদের অর্থ সিদ্ধ হইয়াছে এমত বুঝায়। উক্ত দুই শব্দের পূর্ব্বে ঈকার প্রয়োগ হয়। যথা বশীভূত। যা-থার্থিকীকৃত। পবিত্রীকৃত। কিন্তু বহির্ভূত, বহিষ্কৃত এই দুই শব্দেতে কৃদন্তের পূর্ব্বে ঈকার প্রয়োগ হয় না।

১৫। পুরুষ, অগ্নি, উষ্ণ, এই২ শব্দের পূর্ব্বে কু শব্দ সমাসে থাকিলে ঐ কু স্থানে ক্রমেতে কা, কদ হয়। যথা কাপুরুষ। কদোষ্ণ। কদগ্নি।

১৬। গোত্র, রূপ, বর্ণ, জাতী, পিণ্ড, তীর্থ, পত্নী, পক্ষ, ধর্ম্ম এই২ শব্দের পূর্ব্বে সমান শব্দ থাকিলে সমান স্থানে স হয়। যথা সজাতি। সপত্নী। সরূপ।

১৭। বঙ্গভাষাতে কোন২ শব্দের পরে তাহার অনুকরণ শব্দ উচ্চারণ হয় কিন্তু সে অনুকরণ শব্দের পৃথক-রূপে কোন অর্থ নাই। তাহা উচ্চারণ করিলে মূল পদ বোধক বস্তু ও তদাকার সকল বস্তুকে বুঝায়। যথা জলটল কিছু আছে। বাসনকুসন সকল লইয়া গিয়াছে।

নবম অধ্যায়

অব্যয় পদবিষয়।

ক্রিয়াবিশেষণ ও উপসর্গ ও সমুচ্চয়ার্থক শব্দ ও বিস্ময়াদিবোধক শব্দ সকল অব্যয় পদ।

ক্রিয়াবিশেষণ।

ক্রিয়াবিশেষণ চারি প্রকার হয় অর্থাৎ কালার্থক ও স্থানার্থক ও আবশ্যিক ও অভাবার্থক। সাধারণমতে যে সকল ক্রিয়াবিশেষণ পদের ব্যবহার হয় তাহার নির্ঘণ্ট লেখা যাইতেছে।

কালার্থক।

যখন	তাবৎ	পুনরপি, আরবার
তখন	কল্য, কালি	পরশু
এখন	অদ্য, আজি	তরশু
কখন	অবধি	নিত্য
যবে	পর্য্যন্ত	সদা, সদৎ
তবে	পশ্চাৎ, পাছে	সর্ব্বদা
এবে	কদাচ	ইদানী
কবে	পুনর্ব্বার, পুনরায়	
যাবৎ		

স্থানার্থক।

কোথা	সাক্ষাৎ
কোথায়	আশপাশ
যথা	ইতস্তত
তথা	দিগ
এথায়	অধঃ
ওথায়	নীচ
সেথায়	

আবস্থিক।

মন্দ	হেন	অতি
প্রায়	তেন	দৈবে
অনুসারে	বটে	পরস্পর
ক্রমে২	যেমন	পরম্পরা
বিস্তর	কেমন	বৃথা, ব্যর্থ
যত	তেমন	শীঘ্র
কত	এমন	অকস্মাৎ
এত	ভাল	হঠাৎ
কেন	তত	

অভাবার্থক। যথা নাই না।

২। দ্রব্যবাচক ও সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদ ও অব্যয়-পদের উত্তরে নিশ্চয়ার্থে ই প্রয়োগ হয়। যথা জলেই। আমিই। আমি তাহাই করি। কিছুই নয়।

৩। আশংসার্থক বা শব্দেরও তদ্রূপে প্রয়োগ হয়। যথা তিনি বা গিয়াছেন। সে করে বা না করে।

উপসর্গ।

নীচের লিখিত বিংশতি উপসর্গ দ্রব্যবাচকে ও ক্রিয়া-পদে যুক্ত হয়। এই উপসর্গের যোগেতে ক্রিয়াপদের কখন২ গৌরব অর্থ কখন২ ভিন্নার্থ হয়।

প্র	অব	অধি	অভি
পরা	অনু	সু	অতি
অপ	নির	উৎ	অপি
সং	দুর	পরি	উপ
নি	বি	প্রতি	আ

প্র শব্দ সর্ব্বতোভাব ও উৎকৃষ্টার্থক। যথা প্রকাশ। প্রদক্ষিণ।

পরা ভঙ্গ ও অনাদর কখন২ উৎকৃষ্টার্থকও হয়। যথা পরাক্রম। পরাজয়। পরামনন। পরাবর্ত্তন।

অপ শব্দ ভ্রংশ ও বৈরূপ্য ও নঞর্থক হয়। যথা অপযশ। অপমান।

সং শব্দ সাহিত্য ও আভিমুখ্য এবং উৎকৃষ্টার্থ হয়। যথা সম্মিলিত। সম্পূর্ণ।

নি শব্দ পূরণ ও উৎকৃষ্ট ও নিশ্চয়ার্থক হয়। যথা নিবিড়। নিবারণ।

অব শব্দ অনাদরার্থক। যথা অবকৃষ্ট।

অনু শব্দ সাদৃশ্য ও পশ্চাদর্থক হয়। যথা অনুকারী। অনুসন্ধান। অনুতাপ।

নির শব্দ নঞর্থক ও নিশ্চয়ার্থক হয়। যথা নিরাকার। নিস্তার।

দুর শব্দ নিন্দা ও কাঠিন্যার্থক। যথা দুরাচার। দুর্ম্মতি দুষ্কর। দুর্লভ। দুর্গম।

বি শব্দ বিশেষার্থক ও হীনার্থক হয়। যথা বিমোচন। বিলয়।

অধি শব্দ উপরি ভাগার্থক। যথা অধিকরণ। অধিষ্ঠাতা।

সু শব্দেতে উত্তমতা ও বাহুল্যতা বোধ হয়। যথা সুমতি। সুবাণী। সুলভ।

উৎ শব্দ ঊর্দ্ধ ও উৎকৃষ্টার্থক। যথা উদ্যোগ। উৎকৃষ্ট।

পরি শব্দ ভাগ ও সর্ব্বতোভাবার্থক। যথা পরিপূর্ণ। পরিজন।

প্রতি শব্দেতে প্রত্যর্পণ বুঝায়। যথা প্রত্যুত্তর। প্রত্যুপকার।

অভি শব্দ আভিমুখ্য ও সর্ব্বতোভাবার্থক। যথা অভিমুখ। অভিমান।

অতি শব্দ অতিশয় ও আতক্রমার্থক হয়। যথা অত্যন্ত। অতিশয়।

অপি শব্দ সম্ভাবনা ও নিশ্চয়ার্থক হয়। যথা অপিধান।

উপ শব্দ নৈকট্য ও হীনতা বুঝায়। যথা পথ, উপপথ। কথা, উপকথা। দ্বীপ, উপদ্বীপ।

আ শব্দ সীমা ও ব্যাপনার্থক। যথা আক্রোশ। আসমুদ্র।

উক্ত উপসর্গের যোগেতে যে নানা অর্থ হয়
তাহার উদাহরণ।

কৃ ধাতুহইতে করণ, ক্রিয়া, কৃত, কৃতি, কারক, ইত্যাদি অনেক শব্দ উৎপন্ন হয়। সে সকল শব্দের সঙ্গে উপসর্গের যোগ হইলে নানা অর্থ হয়। যথা অনুকরণ। দুষ্ক্রিয়া। প্রকৃত। সংস্কৃত। বিকৃতি। অধিকার। দুষ্ক্রিয়া। পরিষ্কার। প্রতিকার। উপকার। আকার। নিরাকার। ব্যাকরণ।

মান শব্দেতেও অনেক উপসর্গের যোগ হয়। যথা প্রমাণ। অপমান। সম্মান। অনুমান। নির্ম্মাণ। বিমান। পরিমাণ। অভিমান। উন্মান।

এই প্রকারে বঙ্গভাষার প্রায় সকল শব্দেতে উপসর্গের যোগ হয়।

সমুচ্চয়ার্থক শব্দ।

১০। সমুচ্চয়ার্থক শব্দ এই২।

এবং, বরং, ও
কিন্তু, কেননা,
কি, কিম্বা, কিবা
তবে
বা
অতএব
তবু, তথু
যদি, যদ্যপি, যদ্যপিস্যাৎ
তথাপি
কদাচিৎ
নতু, নতুবা
অপর
অপি। এই শব্দ অন্য শব্দেতে প্রয়োগ হয় যথা যদ্যপি।
অনন্তর।
যে।

বিস্ময়াদিবোধক শব্দ।

১১। বিস্ময়াদি বোধক শব্দ এই২।

দুঃখ বোধক শব্দ।

বাপরে২

ত্রাহি২

হায়২

বেদনা বোধক শব্দ।

ইঃ উঃ

বিস্ময় বোধক শব্দ।

বাহবাহ

দয়ার্থক শব্দ।

আহা উহুঃ

অন্ত্য অকারের উচ্চারণ বিষয়ক বিধি।

১। হসন্ত বর্ণের অধোভাগে ্ এই চিহ্ন নিত্য লেখা উচিত।

২। যে শব্দের কেবল দুই বর্ণ তাঁহার অন্ত্য অকার প্রায় উচ্চারণ হয় না। যথা মন। জল। জপ। বাঁশ। খাদ। ক্ষীর।

৩। সংখ্যাবাচকের এবং প্রশ্নসূচক কোন্ শব্দের অন্ত্য অকারের উচ্চারণ হয় না। যথা এক্। পাঁচ।

৪। সম্বন্ধি পদের অন্ত্য রকার হসন্ত হয়। যথা তাহার্।

৫। স্বার্থপদের প্রথম ব্যক্তির অপরোক্ষ ভূত কাল ও অদ্যতন ও অনদ্যতন ভূত কাল ও আশংসার্থিক ভূত কালার্থক ক্রিয়ার অন্তে যে মকার তাহা হসন্ত হয়। যথা করিতাম্। করিলাম্। করিয়াছিলাম্। যদি আমি করিতাম্।

৬। তৃতীয় ব্যক্তির গৌরবোক্তিতে ক্রিয়ার অন্ত্য নকার এবং অনুমত্যর্থ পদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির নীচোক্তি ও তৃতীয় ব্যক্তির গৌরবোক্তি ক্রিয়ার অন্ত্য বর্ণ হসন্ত হয়। যথা করিলেন্। করিবেন্। কর্। করুক্। করুন্।

৭। দুই বর্ণাত্মক ভূত কৃদন্ত পদের অন্ত্য অকারের এবং উপশব্দের (১৭ পৃষ্ঠা) অন্ত্য অকারের উচ্চারণ হয়। যথা কৃত। হৃত। প্রল।

৮। যুক্ত অক্ষরের অন্ত্য অকারের নিত্য উচ্চারণ হয়। যথা কৃষ্ণ। দীর্ঘ। মুক্ত।

দশম অধ্যায়।

সন্ধি।

পূর্ব্বপদের অন্ত্য বর্ণের সহিত পরপদের আদিবর্ণ মিলিত হইয়া সন্ধি হয়। যদ্যপি সন্ধির সর্ব্বত্র আবশ্যক নাই তথাপি প্রায়িক ব্যবহার প্রযুক্ত তাহার সূত্র দেওয়া গেল।

এই সকল সূত্রের সংক্ষেপরূপে উচ্চারণের নিমিত্তে সংজ্ঞার বর্ণমালা নীচের লিখিত মতে দেখা যায়।

অ ই উ ঋ ৯ ক এ ও ঙ ঐ ঔ চ
হ য ব র ল ঞ ণ ন ঙ ম
ঝ ঢ় ধ ঘ ভ জ ড় দ গ ব
খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ক প
শ ষ স।

প্রয়োজনমতে এই সকল বর্ণের আদ্যন্ত দুই২ বর্ণ মিলিত হইয়া সমাহার কিম্বা প্রত্যাহার সংজ্ঞা হয়।

স্বরের মধ্যে ক, ঙ, চ, কেবল উচ্চারণার্থে লিখিত হইয়াছে।

ঐ আদি অন্ত্যবর্ণ মিলিত সংজ্ঞার বর্ণমালায় পঠিত যে সকল বর্ণ তাহা সেই২ সংজ্ঞার কার্য্যে গ্রহণ করা যায়। যথা অচ অর্থাৎ অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ও, ঐ, ঔ। ইচ অর্থাৎ অভিন্ন সমস্ত স্বর। হ্রস্বের উচ্চারণ হইলে তাহাতে এক স্থানে জাত দীর্ঘও গ্রাহ্য হয়। ইক্, ই, উ, ঋ, ৯,। হল্, হ য ব র ল। ঞম, ঞ ণ ন ঙ ম।

ইকার স্থানে এ
উকার———ও
ঋকার———অর্
ঌকার———অল্ ইহার গুণ সংজ্ঞা হয়।

অকার স্থানে আ
ইকার———ঐ
উকার———ঔ
ঋকার———আর্
ঌকার———আল্
একার———ঐ
ওকার———ঔ ইহার বৃদ্ধি সংজ্ঞা হয়।

সন্ধি তিন প্রকার অর্থাৎ অচসন্ধি ও হলসন্ধি ও বিসন্ধি।

অচ্ সন্ধি।

১। পূর্ব্ব পদের অন্তে যে স্বর থাকে তাহার সমান স্বর পর পদের আদিতে থাকিলে উভয় মিশ্রিত হইয়া দীর্ঘ হয়। যথা মশা—অরি, মশারি।

২। অন্ত্য অবর্ণের পরে যে ইক্ অর্থাৎ ই উ ঋ ঌ থাকে তাহার গুণ হয়। অন্ত্য অবর্ণের পরে যে এচ অর্থাৎ এ, ও, ঐ, ঔ থাকে তাহার বৃদ্ধি হয়। যথা পরম—ঈশ্বর, পরমেশ্বর। তব—ওষ্ঠ, তবৌষ্ঠ।

৩। তৃতীয়া সমাস হইলে অবর্ণের পরস্থ ঋত শব্দের বৃদ্ধি হয়। অবর্ণান্ত ঋণপ্রভৃতি কএক শব্দের পর ঋণ শব্দেরও বৃদ্ধি হয়। যথা তৃষা—ঋত, তৃষার্ত্ত। দশ—ঋণ, দশার্ণ।

মন্তব্য। অবর্ণান্ত উপসর্গের পরে একার ওকারাদি ক্রিয়াপদের একার ওকারের গুণ হয়।

৪। অবর্ণ ভিন্ন অন্য স্বরের পরে যে পদের আদিতে অসমান স্বর থাকে তাহার সন্ধিতে এই২ কার্য্য হয়।

ইবর্ণ স্থানে য
উবর্ণ ——ব
ঋবর্ণ ——র
ঌবর্ণ ——ল
একার——অয়্
ওকার——অব্
ঐকার——আয়্
ঔকার——আব্

উদাহরণ। ইতি—আদি, ইত্যাদি। নববধূ—আগমন, নববধ্বাগমন।

হস্‌সন্ধি।

৫। তবর্গের সহিত চবর্গের যোগ হইলে যথাক্রমে তবর্গের স্থানে চবর্গ হয়। টবর্গের যোগ হইলে তবর্গের স্থানে টবর্গ হয়। যথা তৎ—চেষ্টা, তচ্চেষ্টা। সৎ—জ্ঞাত, সজ্জ্ঞাত। তৎ—টীকা, তট্টীকা।

৬। তবর্গের সহিত তালব্য শর যোগ হইলে তবর্গের স্থানে ক্রমেতে চবর্গ হয়। যথা তৎ—শরীর, তচ্ছরীর।

৭। দন্ত্য সর্ সহিত তালব্য শর্ কিম্বা চবর্গের যোগ হইলে দন্ত্য স স্থানে তালব্য শ হয়। দন্ত্য সর্ সহিত টবর্গের কিম্বা মূর্দ্ধন্য ষর্ যোগ হইলে দন্ত্য স স্থানে মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা মনস—চারু, মনশ্চারু। ধনুস্—টঙ্কার, ধনুষ্টঙ্কার।

৮। মূর্দ্ধন্য ষর্ সহিত তবর্গের যোগ হইলে তবর্গের স্থানে টবর্গ হয়। যথা ষষ—থ, ষষ্ঠ।

৯। কোন বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় কিম্বা চতুর্থ বর্ণের

সহিত সেই বর্গের কিম্বা অন্য বর্গের তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ বর্ণের যোগ হইলে ঐ প্রথম ,ও দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের স্থানে স্ববর্গীয় তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা ঋক্-বেদ, ঋগ্বেদ।

১০। লকার পরে থাকিলে তবর্গের স্থানে ল হয়। যথা সৎ—শ্লোক, সল্লোক।

১১। কোন বর্গের প্রথম বর্ণের সহিত অচ্ কিম্বা হল্ কিম্বা ঞম কিম্বা কোন বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণের যোগ হইলে ঐ প্রথম বর্ণের স্থানে স্ববর্গীয় তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা তৎ—উপরি, তদুপরি। সৎ—গুণ, সদ্গুণ।

১২। কোন বর্গের প্রথম বর্ণের সহিত যে তালব্য শর্ যোগ হয় তাহার পরে অচ্ হল্ ঞম্ থাকিলে ঐ শর্ স্থানে ছ হয়। কোন বর্গের আদিবর্ণের পরে যে হ থাকে তাহার স্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয় অচ্ হল্ ঞম্ পরেতে। যথা অপ্—শয়ন, অপ্ছয়ন। বাক্—হনন, বাগ্ঘনন।

১৩। কোন বর্গের আদিবর্ণের সহিত অনুনাসিক বর্ণের যোগ হইলে ঐ আদি বর্ণের স্থানে সমান বর্গের অনুনাসিক হয়। যথা তৎ—মধ্যে, তন্মধ্যে।

১৪। অনুনাসিক বর্ণ যে বর্গীয় বর্ণের পরে থাকে তৎস্থানে ঐ বর্গের অনুনাসিক বর্ণ হয়। অনুনাসিকের পরে অবর্গীয় বর্ণ থাকিলে অনুনাসিকের স্থানে ঙ কিম্বা ং হয়। যথা শম—কর, শঙ্কর।

১৫। অন্ত্য ঙ, ণ, ন, এবং ছর পূর্ব্বে হ্রস্ব থাকিলে ও পরে স্বরবর্ণ থাকিলে ঙ, ণ, ন, ছ দ্বিত্ব হয়। যথা সন্—আত্মা, সন্নাত্মা। বৃক্ষ—ছায়া, বৃক্ষচ্ছায়া।

বিসন্ধি।

১৬। বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ পরে থাকিলে বিস-র্গের স্থানে স হয়। যথা দুঃ—প্রাপ্য, দুষ্প্রাপ্য।

১৭। ইচের পরে যে বিসর্গ থাকে তাহার পরে অচ ও হল ও ঞম কিম্বা কোন বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ থাকিলে বিসর্গের স্থানে র হয়। যথা হবিঃ—ভোক্তা, হবির্ভোক্তা।

১৮। অকারের পরে যে বিসর্গ থাকে তাহার পর অকার কিম্বা হল বা ঞম কিম্বা কোন বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ থাকিলে বিসর্গের স্থানে উ হয়। অকার পরে থাকিলে উকারের গুণ হয়। যথা ততঃ-অধিক, ততো-ধিক।

১৯। অবর্ণের পর যে বিসর্গ থাকে তাহার পরে অভিন্ন স্বর, হল, ঞম কিম্বা কোন বর্গের তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ণ থা-কিলে বিসর্গের লুপ হয়। যথা অতঃ—এব, অতএব।

ণত্ব ও ষত্ব বিষয়।

র ঋ ৠ ষ এই২ বর্ণের পরে দন্ত্য নস্থানে মুর্দ্ধন্য ণ হয় কবর্গ, পবর্গ, অচ, হ, য, ব, এবং ন ও মজাত অনুস্বার ব্যবধানেও হয়। কিন্তু ন হসন্ত হইলে হয় না। যথা কারণ। প্রমাণ। হসন্ত হইলে কেমন্। করেন্

কবর্গ ও অবর্ণ ভিন্ন স্বরবর্ণ ও হল এই২ বর্ণের পরে যে দন্ত্য সকার তাহার স্থানে মুর্দ্ধন্য ষ হয় অনুস্বার ও বিসর্গ ব্যবধানেও হয়। কিন্তু সকার হসন্ত হইলে হয় না।

একাদশ অধ্যায়।

পদবিন্যাস বিষয়।

১। কোন বাচকের কিম্বা ক্রিয়াপদের গুণ যে পদ দ্বারা প্রকাশ হয় তাহা বিশেষণ। যাহার গুণ প্রকাশ হয় তাহা বিশেষ্য।

২। কোন২ স্থলে অনেক বিশেষণ ও বিশেষ্য একই পদের বিশেষণ স্বরূপ হয়। যথা অভিষেকার্থ সিংহাসন সমীপোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন। এই স্থলে, অভিষেকার্থ সিংহাসনসমীপোপ-স্থিত, এই২ পদ শ্রীভোজরাজের বিশেষণ পদ।

৩। বিশেষণ বিশেষ্যের সমান লিঙ্গ প্রয়োগ হয়। যথা যুবা পুরুষ। যুবতী স্ত্রী।

৪। বিশেষ্যের পূর্ব্বে বিশেষণ থাকে। যথা মদন-সঞ্জীবন ইহা শুনিয়া তথাতে গিয়া প্রত্যক্ষতো দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের দগ্ধ শরীরে অমৃতাভিষেক দ্বারা পূর্ব্ববৎ নির্ব্রণ নির্ব্যথ শরীর করিল।

৫। পদবিন্যাস করণে প্রথমে কর্ত্তা তৎপরে কর্ম্ম অন্তে ক্রিয়াপদ থাকে। যথা মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন।

৬। কর্ম্ম পদের বিশেষণস্বরূপ যদি অনেক পদ হয় তবে সেই বিশেষণ পদ আদিতে থাকে তৎপরে কর্ম্ম পদী বিশেষ্য, পরে কর্ত্তা, অন্তে ক্রিয়াপদ থাকে। যথা যে জন অতিশয় দুরাচার এবং কাহারু কথা শুনে না এবং, সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ তাহাকে গ্রহণ করিও না।

৭। কর্ত্তা যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তিরই বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদ হয়। কর্ত্তা গৌরবার্থক কিম্বা নীচার্থক হইলে তদনুসারে গৌরব কিম্বা নীচোক্তি ক্রিয়াপদও প্রয়োগ হয়। যথা

আমি করিতেছি। তোমরা করিয়াছ। তুই গিয়াছিস্। তিনি যাইবেন্।

মন্তব্য। বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণের ও সর্ব্বনামের সমাস হইয়া এক পদ হয় অতএব তদ্বিষয়ে এই স্থলে কোন বিশেষ বিধি নাই।

৮। সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মকারকের সঙ্গে অন্বয় হয়। যথা তিনি কর্ম্ম করিলেন। আমি তাহাকে দূর করিলাম।

৯। করণ, হওনাদি কএক ক্রিয়াপদের সঙ্গে ক্রিয়াবাচকের ও গুণবাচকের ও ভূত কৃদন্তের অন্বয় হয়। যথা সে নাশ করে। সে নষ্ট করে। সে নষ্ট হইয়াছে।

১০। কৃ ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবাচকের প্রয়োগ হইলে তাহার সঙ্গে কর্ম্মকারকের কিম্বা সম্বন্ধিপদের অন্বয় হয়। ভূধাতুর সঙ্গে প্রয়োগ হইলে কেবল সম্বন্ধিপদের প্রয়োগ হয়। কৃ ধাতুর সঙ্গে গুণবাচকের কিম্বা ভূত কৃদন্তের প্রয়োগ হইলে তাহার সঙ্গে কেবল কর্ম্মকারকের অন্বয় হয়। ভূ ধাতুর সঙ্গে প্রয়োগ হইলে কর্ম্মণিবাচ্য পদ হইয়া কর্ম্ম পদ প্রথমা বিভক্ত্যন্ত হয়। যথা সে তাঁহাকে কি তাঁহার সম্মান করিল। তাঁহার সম্মান হইয়াছে। আমি তাহাকে নষ্ট করিব। তিনি নষ্ট হইয়াছেন।

১১। কোন২ স্থলে ক্রিয়াপদের কর্ত্তাস্বরূপ চতুর্থ্যন্ত পদ প্রয়োগ হয়। যথা বড় আনন্দ করিতে হবে।

১২। যদ্দ্বারা ক্রিয়ার সম্পাদন হয় তাহা তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত হয়। যথা তিনি আপন বলেতে জয় করিলেন।

* সর্ব্বনাম কর্ত্তা প্রায় ক্রিয়াপদেতেই জানা যায় অতএব তাহার উচ্চারণ না করিলেও হয়।

১৩। কর্ম্মণিবাচ্য ক্রিয়াপদের কর্ত্তা তৃতীয়া বিভক্ত্যন্ত হয়। কখনং কর্ম্মণিবাচ্য পদের স্থলে কর্ত্তৃবাচ্য প্রয়োগ হয়। যথা অনেক লোক বাঘে খাইয়াছে। জগৎ ঈশ্বরেতে সৃষ্ট ছিল। অনেক যত্নেতে সে ক্রিয়া করা গেল।

১৪। যাহার দ্বারা কার্য্যের সম্পাদন হয় তদ্বোধক শব্দের উত্তরে তৃতীয়া প্রয়োগ না হইয়া কখনং দিয়া কিম্বা করিয়া প্রয়োগ হয়। যথা আমি ছুরীতে কাটিলাম কিম্বা ছুরী দিয়া কাটিলাম।

১৫। দানার্থক, পূজার্থক, কথনার্থক, ও লেখনার্থক ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্ম্মকারক এবং সম্প্রদানকারকের অন্বয় হয়। এই স্থলে চতুর্থীর রে বিভক্তির পরিবর্ত্তে কে কিম্বা সাধারণমতে প্রয়োগ হয়। যথা আমি বন্ধুরে কিম্বা বন্ধুকে পুস্তক দিলাম। গুরুরে কিম্বা গুরুকে নমস্কার করহ। তিনি আমারে কিম্বা আমাকে এই কথা কহিলেন। তাহাকে কিম্বা তাহারে পত্র লেখ।

১৬। লওন, শ্রবণ, প্রাপণ, গমন, পতন এইং অর্থের ক্রিয়াপদের সঙ্গে অপাদানকারকের অন্বয় হয়। যথা তিনি আপন পিতার নিকটহইতে গেলেন। বালক বৃক্ষহইতে পড়িল।

১৭। দুই বস্তুর গুণের তুলনা হইলে অশ্রেষ্ঠ বস্তু পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত হয়। যথা এই জল সেই জলহইতে নির্ম্মল।

১৮। কোনং স্থানে গমনার্থক ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্ম্ম কিম্বা অধিকরণ কারকের অন্বয় হয়। যথা সে শ্রীরামপুর গিয়াছে। আমি গ্রামে যাই। কোন স্থানে প্রবেশার্থক কিম্বা বাসার্থক কিম্বা করণার্থক কিম্বা অবস্থানার্থক ক্রি-

য়াপদের সঙ্গে কেবল অধিকরণের অন্বয় হয়। যথা সিন্দুকে আছে। তাহা ঘরে থোও।

১৯। কোন কার্য্য সাঙ্গ হইয়াছে কিম্বা বর্ত্তমান কালে হইতেছে তাহা প্রকাশার্থে ভূ ধাতুর বর্ত্তমান ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে অদ্যতনানদ্যতন ভূত ক্রিয়ার কখন২ প্রয়োগ হয়। যথা এমন কথা হইয়াছে।

২০। নঞর্থ ভূত ক্রিয়ার সঙ্গে কো, তো, এই২ শব্দ কখন২ প্রয়োগ হয়। যথা আমিতো করিনি। আমি বলিনি কো।

২১। দুই বস্তুর তুলনার্থক দুই বাক্যের আদিস্থলে কখন২ যিনি, তিনি, যে, সে, প্রয়োগ হয়। কখন২ যদি, তবে এই২ ক্রিয়াবিশেষণও প্রয়োগ হয়। যথা যে মনুষ্যের বিদ্যা না হইল সে পশু কেন নয়। তোমায় যদি এই সকল গুণ থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও।

২২। ভিন্নার্থ প্রকাশ হইলে নয় শব্দের ব্যবহার হয়। যথা সে গরু নয়।

২৩। ভূ ধাতুর উত্তরে অভাবার্থক না শব্দের প্রয়োগ না করিয়া কখন২ ঐ না শব্দকেই ক্রিয়াপদের ন্যায় বিভক্ত্যন্ত করা যায়। যথা আমার কিছু টাকা নাই।

২৪। সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট অধীন ব্যক্তির যে বাক্য তাহা নিবেদন কহা যায়। অধীনের প্রতি সম্ভ্রান্তের যে বাক্য তাহা আজ্ঞা কহে। যথা ভৃত্যেরা এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেক সামগ্রী আয়োজন করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। আপনি যে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা প্রমাণ বটে।

২৫। অধীন ব্যক্তি সম্ভ্রান্তের বিষয়ে গৌরবোক্তিতে কহে। কখন২ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অধীনের বিষয়েও তদ্রূপ কহে। তুই শব্দ ব্যবহার হইলে অতি প্রণয় কিম্বা হেয়জ্ঞান প্রকাশ হয়। কেহ আপনাকে নম্র করিয়া কথা কহিলে মুই শব্দের ব্যবহার হয়। এ, ও, সে, যে, এই সকল সর্ব্বনাম আদর প্রকাশক নয় অনাদর প্রকাশকও নয়। যথা তিনি সে কথা কহিলেন। তুই কি বলিস্। মুই মহাশয়ের নিকটে নিবেদন করি।

২৬। কখন২ নিশ্চিত বাক্য প্রশ্নরূপে ব্যক্ত হয়। যথা এত ঔষধ কি খাইতে পারি অর্থাৎ কখন পারি না। আমি কি তাহা পারিব না। অর্থাৎ অবশ্য পারিব।

২৭। কোন কার্য্যের আবশ্যকতা প্রকাশ হইলে আবশ্যক, প্রয়োজন, এই দুই শব্দ আছ্ ক্রিয়াপদের সঙ্গে প্রয়োগ হয়। যথা তোমার নদী পার করার আবশ্যক। সে কার্য্য করণেতে কি প্রয়োজন।

২৮। প্রশ্ন হইলে ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে কি শব্দ প্রায়ই প্রয়োগ হয়। যথা তুমি কি জান না। তুমি কি সে কথা শুন নাই।

সংখ্যাবাচক বিষয়।

সংখ্যা		পূরণার্থক
এক	১	প্রথম
দুই	২	দ্বিতীয়
তিন	৩	তৃতীয়
চারি	৪	চতুর্থ
পাঁচ	৫	পঞ্চম
ছয়	৬	ষষ্ঠ
সাত	৭	সপ্তম
আট	৮	অষ্টম
নয়	৯	নবম
দশ	১০	দশম

এগার	একাদশ	ষোল	ষোড়শ
বারো	দ্বাদশ	সতের	সপ্তদশ
তেরো	ত্রয়োদশ	আঠার	অষ্টাদশ
চৌদ্দ	চতুর্দ্দশ	উনিশ	ঊনবিংশতি
পনেরো	পঞ্চদশ	বিশ	বিংশতি

১। বিংশতি, ত্রিংশৎ, চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, সপ্ততি, অশীতি, নবতি, এই২ শব্দের পূর্ব্বে এক, দ্বা, ত্রয়ো, চতুর, পঞ্চ, ষট্, সপ্ত, অষ্ট, প্রয়োগ হয়। যথা একবিংশতি, দ্বাবিংশতি, ইত্যাদি।

২। বিংশতি, আদি দশম২ অঙ্কের পূর্ব্বে যে অঙ্ক তাহা ঐ বিংশতি, আদি অঙ্কের পূর্ব্বে উন শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্যক্ত হয়। যথা উনত্রিংশৎ। কিন্তু নিরানব্বই বর্জ্জিত।

৩। সংখ্যাবাচকের উত্তরে ত্রি কিম্বা ই প্রয়োগ করিলে পূরণার্থক হয়। প্রথমঅবধি দশমপর্য্যন্ত সংস্কৃত পূরণার্থক অঙ্ক পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। দশ অবধি বিংশতিপর্য্যন্ত পূরণার্থক অঙ্ক সংখ্যাবাচকের ন্যায় হয়। বিংশতি ত্রিংশৎ আদি দশম অঙ্কের উত্তরে তম প্রত্যয় করিলে কিম্বা অন্ত্যবর্ণ ত্যাগ করিলে পূরণার্থক হয়। ষষ্টি সপ্ততি অশীতি নবতি এই২ অঙ্কের উত্তর কেবল, তম প্রত্যয় করিলে পূরণার্থক হয়। দশমাঙ্কের মধ্যস্থ সংখ্যাবাচক ও পূরণার্থক অঙ্ক সমান। যথা দশত্রি বা দশই। বিংশ বা বিংশতিতম।

৪। সংখ্যাবাচকের উত্তরে গুণ শব্দ প্রয়োগ করিলে পূরক অঙ্ক হয় যথা তিনগুণ। পাঁচগুণ।

৫। সংখ্যাবাচকের উত্তরে দা প্রয়োগ করিলে কালার্থক ক্রিয়াবিশেষণ হয়। যথা একদা অর্থাৎ এক কালে। সর্ব্বদা অর্থাৎ নিত্য।

৬। বার শব্দ প্রয়োগ করিলেও তদর্থক হয়। যথা আমি তিনবার কহিলাম।

৭। সংখ্যাবাচকের উত্তরে ধা প্রয়োগ করিলে প্রকার বুঝায়। যথা দ্বিধা। চতুর্ধা। বহুধা।

পোয়া, অর্দ্ধ বা অর্দ্ধেক, দেড়, আড়াই এই২ শব্দের বিধি নাই।

৮। কোন অঙ্কের পূর্ব্বে সওয়া শব্দ প্রয়োগ করিলে ঐ অঙ্কের চতুর্থাংশ অধিক বুঝায়। সাড়ে প্রয়োগ করিলে ঐ অঙ্কের অর্দ্ধাংশ অধিক বুঝায়। অঙ্কের পূর্ব্বে পৌনে প্রয়োগ করিলে ঐ অঙ্কের এক পোয়া কম বুঝায়। যথা সওয়াতিন। সাড়ে তিন। পৌনে চারি।

৯। কোন অঙ্কের উত্তরে আনা শব্দপ্রয়োগ করিলে যোল আনার আনামাত্র বুঝায়। যথা সাতানা অর্থাৎ ষোল অংশের সাত অংশ। দশানা অর্থাৎ ষোল অংশের দশ অংশ।

কড়িপ্রভৃতি ও ওজনের ও পরিমাণের বিষয়।

বঙ্গদেশে দুই প্রকার হিসাব চলে অর্থাৎ পাকা ও কাঁচা। পাকা হিসাবের উর্দ্ধভাগে তঙ্কা এই শব্দ লেখা থাকে। কাঁচা হিসাবের উপরে কড়ি লেখা থাকে। উভয় হিসাবে কড়ির একইরূপ চিহ্ন থাকে কিন্তু পাকা হিসাবে উর্দ্ধসংখ্যা টাকা ও কাঁচা হিসাবে কাহন।

কড়াপ্রভৃতির বিষয়।

কড়ির পূর্ব্বে অঙ্ক থাকিলে কড়ি শব্দের স্থানে কড়া শব্দ ব্যবহার হয়। যথা এক কড়া, দুই কড়া। কড়ার (।) এই চিহ্ন থাকে।

৪ কড়াতে	১ গণ্ডা (১)
২০ কড়া বা ৫ গণ্ডাতে ...	১ বুড়ি বা দামড়ি (৫)
২০ গণ্ডাতে	১ পণ (/)
৪ পণে	১ আনা বা চৌক বা দাম।
১৬ পণে	১ কাহন (১)
১৬ আনায়	১ টাকা (১)

বাজারেতে টাকার যে মূল্য হয় তাহার চতুর্থাংশকে

সিকা (।•) কহে। যে বস্তুর খুজরা ক্রয়বিক্রয় হয় তাহার গণ্ডাতে ও পণে হিসাব চলে।

দ্রব্যের মাপ।

৮ রতিতে (অর্থাৎ কুঁচ বৃক্ষের বীজ)	১ মাসা
১০ মাসাতে	১ তোলা
৪ তোলাতে	১ ছটাক
৪ ছটাকে	১ পোয়া
৪ পোয়া বা ১৬ ছটাকে	১ সের
৪০ সেরে	১ মোন

ভূমির মাপ।

৩ যব	১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলিতে	১ মুট
৩ মুটে	১ বিঘত
২ বিঘতে	১ হাত
৪ হাতে	১ ধনু
১০০০ ধনুতে	১ ক্রোশ
৪ ক্রোশে	১ যোজন।

ধান্যাদি ওজন।

৪ রেকেতে বা পালিতে ১ দ্রোণ, বা পসরি (অর্থাৎ ৫ সের)

৪ দ্রোণে	১ আড়ি
২০ দ্রোণে বা ৫ আড়িতে	১ সলি
৪ সলিতে	১ বিষ
১৬ বিষে	১ পৌটি

কবিরাজেরদের হিসাবমতে ১০ রতিতে ১ মাসা হয় ও ১২ মাসাতে ১ তোলা।

সময় নিরূপণ।

১০ অক্ষর ধীরে উচ্চারণ করিবার সময়ে	…	১	প্রাণ
৬ প্রাণে	… … … … … … …	১	পল
৬০ পলে	… … … … … … …	১	দণ্ড
৬০ দণ্ডে	.. … … … … … …	১	দিন
৭ দিনে	… … … … … … …	১	সপ্তাহ

দিবস।

দিবস গ্রহের নামানুসারে খ্যাত হয়। যথা রবিবার। সোমবার। মঙ্গলবার। বুধবার। বৃহস্পতিবার। শুক্রবার। শনিবার।

দিনের দুই অংশ অর্থাৎ সূর্য্যোদয় অবধি অস্ত পর্য্যন্ত দিনমান। সূর্য্যাস্ত অবধি উদয় পর্য্যন্ত রাত্রিমান। দিন-মানে ও রাত্রিমানে ক্রমেতে চারি প্রহর হয়।

বাঙ্গলা মাস।

বাঙ্গলা মাসের আরম্ভ সংক্রান্তি অর্থাৎ সূর্য্যের এক রাশিহইতে অন্য রাশিতে গমনের পরদিনে হয়। তাহা এই২।

বৈশাখ	কার্ত্তিক
জ্যৈষ্ঠ	অগ্রহায়ণ
আষাঢ়	পৌষ
শ্রাবণ	মাঘ
ভাদ্র	ফালগুণ
আশ্বিন	চৈত্র

মাসের দুই পক্ষ হয় অর্থাৎ ১ প্রতিপদ অবধি ১৫ পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ ১৬ প্রতিপদ অবধি ৩০ অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ। চান্দ্র দিনের নাম তিথি।

সাঙ্কেতিক লিপি।

পত্রাদি লিখনেতে যে সাঙ্কেতিক কথা ব্যবহার হয় তাহা ও তদর্থ এই স্থলে লেখা যাইতেছে।

কিং	কিসমত	দং	দর, দরুণ
,,	কিস্তি	পং	পরগনা
,,	কিস্তিবন্দি,	পাং	পাইক
কোং	কোম্পানি	পেং	পেয়াদা
চাং	চালান	বাং	বাবৎ
,,	চাকর	মং	মণ্ডল
জাং	জামিন	মাং	মাহ
জোং	জোড়া	,,	মারফৎ
জিং	জিম্মা	মেং	ম্যাষ্টর
,,	জিম্মিম	মোং	মোকাম
নং	নগদ, নম্বর	লাং	লাগাইদ
তাং	তালুক	সাং	সাকিম
,,	তারিখ	হাং	হাওলাৎ
তং	তরফ	ইং	ইস্তক

ইতি ব্যাকরণং সমাপ্তং।

ছ

ধাতুসংগ্রহ।

অ

অংশ, বিভাগ
অক অঙ্ক অঙ্গ, চিহ্ন
অগ, গমন
অট, গমন
অণ, (প্রপূর্ব্বক) প্রাণ
অদ, ভক্ষণ
অর্চ্চ, গমন
অঞ্জ, মৃক্ষণ, ব্যক্ত
অন্ধ, দৃষ্টিক্ষয়
অম, রোগ
অয়, গমন
অর্ঘ, মূল্য
অর্চ, পূজা
অর্জ্জ, অর্জন, সংগ্রহ
অর্থ, যাচন
অর্দ্দ, যাতনা
অর্হ, যোগ্যতা
অল, ব্যর্থ, ভূষা
অশ, ভোজন
অক্ষ, ব্যাপন
অস, ভাব, ক্ষেপ
অহ, আলো

আ

আন্দোল, দোলন
আপ, (বিপূর্ব্বক) ব্যাপন,
(প্রপূর্ব্বক) প্রাপণ
আস, উপবেশন

ই

ই, (অধিপূর্ব্বক) অধ্যয়ন
ইদ, পরমৈশ্বর্য্য
ইষ, ইচ্ছা

ঈ

ঈর্ষ্য, ঈর্ষ্যা
ঈর, (প্রপূর্ব্বক) প্রেরণ
ঈশ, ঐশ্বর্য্য
ঈক্ষ, দর্শন
ঈহ, চেষ্টা

উ

উজ্ঝ, ত্যাগ
উন্দ, ক্লেদ

উর্ণ, আচ্ছাদন
উষ, দহন

ঊ

ঊন, হানি
ঊর্জ, বল, জীবন

ঋ

ঋণ, ঋণ
ঋধ, (সংপূর্ব্বক) সমৃদ্ধি

ক

কট, (প্রপূর্ব্বক) প্রকাশ
কণ্ঠ, (উৎপূর্ব্বক) উৎকণ্ঠা
কড়, দর্প
কণ, ক্ষুদ্রাংশ
কথ, কহন
কপ, কাঁপন
কম, কাম
কর্জ, পীড়া
কল, সংখ্যা, রব
কব, বর্ণন
কষ, পীড়া
কাল, কাল
কাশ, দীপ্তি
কাস, কাস
কাঙ্ক্ষ, আকাঙ্ক্ষা
কিত, রোগনাশ
কুচ, (সংপূর্ব্বক) সঙ্কোচ
কুট, দাহ, মন্ত্রণা, বক্রতা
কুটুম্ব, ধারণ, সম্বন্ধ
কুণ্ঠ, আলস্য, বিকলতা
কুৎস, নিন্দা
কুন্থ, ক্লেশ
কুপ, কোপ
কুমার, ক্রীড়া
কুল, বন্ধু, সমূহ
কুহ, বিস্ময়জনক
কৃ, করণ
কৃত, ছেদন [র্ব্বল্য
কৃপ, কৃপা, কল্পনা, দৌ-
কৃশ, কৃশতা
কৃষ, আকর্ষণ, কৃষি
ক্রন্দ, ক্রন্দন
ক্রম, গমন
ক্রী, ক্রয়
ক্রীড়, খেলন
ক্রুধ, ক্রোধ
ক্রুশ, রোদন
ক্লম, ক্লান্তি
ক্লিদ, ক্লেদ
ক্লিশ, দুঃখ
ক্লীব, অক্ষমতা

খ

খচ, ব্যাপন
খজ খুড়, খঞ্জতা

খন, বিদারণ
খর্ব্ব, খর্ব্বতা
খাদ, ভক্ষণ
খিদ, দীনতা
খেল, খেলন
খুর, ছেদন
খ্যা, খ্যাতি, কথন

গ

গজ, মত্ততা, রব
গড়, গণ্ড
গণ, সংখ্যা
গম, গমন
গর্জ্জ, গর্জ্জন
গর্ব্ব, দর্প
গল, ক্ষরণ, গলন, ভক্ষণ
গল্ভ, সাহস
গহ, গহন
গাধ, স্থান
গুঞ্জ, অস্পষ্ট শব্দ
গুড়, চূর্ণীকরণ
গুণ, মন্ত্রণা
গুপ, গোপন
গুহ, আবরণ
গৈ, গান
গ্লৈ, গ্লানি
গোম, লেপন
গ্রন্থ, রচন
গ্রস, গ্রাস
গ্রহ, গ্রহণ

ঘ

ঘট, উদ্যোগ
ঘস, ভক্ষণ
ঘুট, প্রতিঘাত
ঘূর্ণ, ভ্রমণ
ঘষ, ঘর্ষণ
ঘ্রা, গন্ধগ্রহণ

চ

চড়, রোষ,
চম, ভক্ষণ
চর, গমন, আচার, ভক্ষণ
চর্চ্চ, কথা
চর্ব্ব, চর্ব্বণ
চল, চলন
চি, সংগ্রহ
চিত, জ্ঞান, স্মরণ
চিত্র, লেখন, আশ্চর্য্য
চিরি, হিংসা
চ্যু চ্যুত, ক্ষরণ, পতন
চুপ, মন্দ২ গমন
চুম্ব, চুম্বন
চূর, চুরি করণ

চূর্ণ, পেষণ
চুষ, চোষণ
চেষ্ট, চেষ্টা

ছ
ছদ, আচ্ছাদন
ছর্দ্দ, বমন
ছিদ ছেদ, ছেদন
ছিদ্রু, ভেদ

জ
জট, সংযোগ
জন, জনন [কথন
জপ জল্প, মনেং উচ্চারণ,
জাগৃ, জাগরণ
জি, জয়
জীব, জীবন
জুড়, বন্ধন
জৄ, জীর্ণতা
জ্ঞা, বোধন
জ্বর, রোগ
জ্বল, দীপ্তি

ট
টল, অবশ
টীক, প্রাপণ

ড
ডী, আকাশে গমন
ডুব, পীড়া

ঢ
ঢৌক, প্রাপণ
ঢুন্ট, অন্বেষণ

ত
তট, আঘাত
তন, বিস্তার
তপ, সন্তাপ
তর্ক, বিতর্ক
তর্জ্জ, ভর্ৎসনা
তল, স্থান
তায়, পালন, সন্ততি
তম, ইচ্ছা, অন্ধকার
তিল, রস
তীর, সমাপ্তি
তুল, তুলনা
তুষ, তুষ্টি
তৃপ, তৃপ্তি
তৃষ, তৃষ্ণা
তৄ, তরণ
তোড়, অনাদর
ত্যজ, ত্যাগ
ত্রস, ত্রাস
ত্রুট, হানি

ত্রৈ, পালন, ত্রাণ
ত্বচ, আবৃতি
ত্বর, শীঘ্রতা

দ

দণ্ড, শাসন
দন্শ, দংশন
দম, দমন
দম্ভ, দম্ভ, গর্ব্ব
দয়, দান, রক্ষা
দরিদ্রা, দুর্গতি
দল, ভেদন
দহ, দাহন
দক্ষ, পটুতা
দা, দান, ছেদন
দায়, দান
দিব, দীপ্তি, ক্রীড়া
দিশ, (আপূর্ব্বক) আদেশ
দীক্ষ, যজন
দীপ, দীপ্তি
দুঃখ, দুঃখ
দুল, উৎক্ষেপ
দুষ, দোষ
দুহ, দোহন
দৃ, (আপূর্ব্বক) আদর
দৃপ, হর্ষ, গর্ব্বতা, সন্দীপন
দৃশ, দর্শন
দৃহ, নিশ্চল, দৃঢ়
দৄ, বিদারণ
দ্যুত, দীপ্তি
দ্রা, নিদ্রা, পলায়ন
দ্রু, গমন
দ্রুহ, জিঘাংসা
দ্বিষ, দ্বেষ, বৈরিতা

ধ

ধন, ধান্য, সম্পত্তি
ধা ধৃ, ধারণ, পোষণ
ধাব, শীঘ্র গমন, মার্জন
ধূপ, দীপ্তি, তাপ
ধ্মা, অগ্নিযুক্ত ধ্বনি
ধ্যৈ, ধ্যান
ধ্বন, শব্দ
ধ্বন্স, নাশ

ন

নট, নৃত্য
নদ, শব্দ
নম, নতি
নাথ, ঐশ্বর্য্য, প্রার্থনা
নীল, বর্ণ
নিদ, নিন্দা
নী, প্রাপণ
নু, স্তুতি

নৃত, নর্ত্তন

প

পচ, পাক, প্রকাশকরণ
পঞ্জ, রোধ (পঞ্জর)
পট, বেষ্টন
পঠ, পাঠ
পণ, প্রতিজ্ঞা, মুল্য
পত, ঐশ্বর্য্য, গমন
পথ পদ, গমন
পর্ণ, হরিদ্‌বর্ণ
পক্ষ, পরিগ্রহণ
পা, পান, রক্ষা
পার, কার্য্য সমাপ্তি
পাল, রক্ষা, পালন
পিঠ, ক্লেশ, হিংসা
পিষ, চূর্ণন
পীড়, ক্লেশ
পুট, সংযোগ
পুণ, ধর্ম্ম, পুণ্য
পুষ, পোষণ
পুষ্প, প্রফুল্লতা
পূ, শোধন
পূজ, পূজা
পূয়, দুর্গন্ধ ক্লেদ
পূর পৃ, পূরণ
পৃচ, সম্পর্ক
পৃথ, প্রক্ষেপ
প্যায়, (আপূর্ব্বক) তৃপ্তি
প্রচ্ছ, প্রশ্ন
প্রথ, প্রক্ষেপ, খ্যাতি
প্রস, প্রসব
প্রী, তৃপ্তি, প্রীতি
প্রোথ, পর্য্যাপ্তি
প্লু, সর্পণ

ফ

ফুল্ল, বিকাশ
ফেল, গমন
ফল, ভেদ, নিষ্পত্তি

ব

বন্ধ, বন্ধন
বিল, ভেদন
বুধ, জ্ঞান, বিজ্ঞাপন

ভ

ভজ, ভাগ, সেবা, পাক
ভড়, প্রবঞ্চনা
ভণ, শব্দ
ভঞ্জ, ভঞ্জন
ভর্ৎস, ভর্ৎসনা
ভক্ষ, ভক্ষণ
ভা ভাস, দীপ্তি

ভাজ, পৃথক্‌করণ
ভাষ, বচন
ভিদ, ভেদন
ভিষ রোগজয় [ক্লেশ
ভিক্ষ, প্রাপণেচ্ছা, লোভ,
ভী, ভয়
ভুর্জ, বক্র, রক্ষা, ভক্ষণ
ভূ, চিন্তা, সত্তা
ভূষ, ভূষণ
ভৃজ, ভাজন
ভৃ, পালন, ভর্ৎসন
ভ্রম, চলন, ভ্রান্তি
ভ্রংশ, অধঃপতন
ভ্রস্‌জ, পাক

ম

মচ, উচ্চতা
মন্ত্র, গুপ্তউক্তি, মন্ত্র
মদ, মত্ততা
মন, গর্ব্ব, বোধ
মন্থ, মন্থন
মল, ধারণ
মস্‌জ, স্নান
মহ, পূজা
মা, মাপন
মান, বিচার, অর্চ্চন
মিল, মিশ্র

মিশ্র, যোগ
মুচ, মোচন
মুড়, ছেদন, মর্দ্দন
মুদ, হর্ষ
মুষ, ছেদন, লুঠ
মুহ, অজ্ঞানতা
মূত্র, প্রস্রাব
মূর্চ্ছ, মোহ
মূল, রোপণ
মৃ, মরণ
মৃগ মার্গ, অন্বেষণ
মৃজ মার্জ, মার্জন, শুদ্ধকরণ
মৃশ, মনোযোগ
মৃষ, ক্ষান্তি
মেধ, সুবুদ্ধি, সঙ্গ
মৃক্ষ, মৃক্ষণ
ম্লেচ্ছ, কুতসিতভাষা

য

যজ, দেবার্চ্চনা
যত, যত্ন
যন্ত্র, যন্ত্রণা
যস, (প্রপূর্ব্বক) প্রয়াস
যম, বিরতি
যা, গমন
যাচ, যাচন
যু, মিশ্রণ

যুজ, যোগ, ধ্যান
যুধ, যুদ্ধ

র

রগ, শঙ্কা
রচ, করণ
রট, বচন
রধ, পাক
রন্জ, রাগ, আসক্তি
রব, শব্দ
রম, ক্রীড়া
রক্ষ, পালন
রস, আস্বাদ, স্নেহ
রহ, ত্যাগ
রাজ, দীপ্তি
রাধ, সিদ্ধি
রিচ, ত্যাগ
রু, ধ্বনি
রুচ, প্রীতি, প্রকাশ
রুজ, হিংসা, ভঙ্গ
রুদ, রোদন
রুধ, আবৃতি
রূপ, রূপকরণ
রুষ, ক্রোধ
রুহ, জন্ম, প্রাদুর্ভাব
রুক্ষ, কটুতা
রৈ, শব্দ

ল

লগ, গমন, সঙ্গতা, আস্বাদ
লজ, লজ্জা
লড় লাড়, ক্ষেপণ
লপ, ভাষা
লভ, প্রাপণ, লাভ
লম্ফ, লম্ফন
লল, ইচ্ছা
লষ, স্পৃহা, অভিলাষ
লক্ষ, দর্শন, অঙ্ক
লা, লওন
লাছ, চিহ্ন, তিরস্কার
লিখ, লেখন
লিপ, লেপন
লী, সংযোগ
লুট, চৌর্য্য
লুঠ, চৌর্য্য, গড়াগড়ি
লুড়, মন্থন
লুপ, ছেদন, লোপ
লুভ, ইচ্ছা, লোভ
লোক, দীপ্তি, দর্শন
লোচ, দর্শন

ব

বক, বক্র
বচ, রচন
বট বন্ট, বন্টন

বদ, বচন	ব্রশ্চ, ছেদন
বঞ্চ, বঞ্চন	ব্রীড়, লজ্জা
বপ, বপন	
বম, উদ্গিরণ, বমন	**শ**
বর, ইচ্ছা	শক, শঙ্কা, শক্তি
বর্ণ, স্তুতিবিস্তার, বর্ণ	শঠ, শঠতা
বশ, ইচ্ছা	শন্স, প্রশংসা
বস, বাস	শপ, শাপ
বহ, প্রাপণ, বহন	শব, বিকার
বা, গমন	শব্দ, শব্দ
বাঞ্ছ, বাঞ্ছা	শম, শান্তি [শিষ
বাত, গমন	শস শাস, (আপূর্ব্বক) আ-
বিদ, চেতনা, বিদ্যা, লাভ,	শান, তেজ
বাধ, বাধা	শাস, শাসন
বিধ, বিধি	শিঞ্জ, অস্পষ্ট শব্দ
বিশ, গমন	শিষ, শেষ, বিশেষ
বীর, শৌর্য্য, বীরতা	শিক্ষ, শিক্ষা
বৃ ব্রী, আবরণ	শী, শয়ন
বৃত, বর্ত্তন, সেবা, বরণ	শীল, অভ্যাস, অতিশয়
বৃধ বৃহ, বৃদ্ধি	শুচ, শোক
বেল, কাল	শুচ শুষ, শোষণ
বেষ্ট, বেষ্টন	শুধ শুন্ধ, শুদ্ধি
ব্যচ, ব্যাজ	শুভ, দীপ্তি
ব্যথ, দুঃখ, চলন, ভয়	শূর, বিক্রম, শৌর্য্য
ব্যয়, গমন	শূল, ক্লেশ
ব্রজ, গমন	শেল, গমন
ব্রণ, রোগ	শোণ, রক্তবর্ণ

শ্রম, শ্রম, খেদ
শ্রি, সেবন, আশ্রয়
শ্রু, শ্রবণ
শ্লথ, দৌর্ব্বল্য.
শ্লাঘ, প্রশংসা
শ্লিষ, সংযোগ
শ্লোক, পদরচনা
শ্বস, শ্বাস, প্রাণ
শ্বিত, শ্বেতবর্ণ

স

সংগ্রাম, যুদ্ধ
সদ, বিষাদ
সঞ্জ, সঙ্গ
সম, তুল্য
সহ, শক্তি
সাধ, সাধন
সান্ত্ব সাম, সান্ত্বনা
সিচ, ক্ষরণ
সিধ, সিদ্ধি
সেব, সেবন
সিব, সূত্রবিস্তার
সুখ, সুখ
সুদ, শোভা
সুর, দীপ্তি, ঐশ্বর্য্য
সূ, প্রসব
সুচ, প্রকাশ, খলতা
সূত্র, গ্রন্থ
সৃ, সৃপ, গমন
সৃজ, সৃষ্টি, ত্যাগ
স্খল, চলন
স্তম্ভ, স্তম্ভন
স্তৃ, বিস্তারণ
স্তৃ, আচ্ছাদন
স্তূপ, উচ্চতা
স্থগ স্থা, স্থিতি
স্থল, স্থান
স্থূল, স্থূল
স্না, স্নান
স্পন্দ, অল্পকম্পন
স্পর্শ, স্পষ্ট
স্পৃশ, স্পর্শ
স্পৃহ, স্পৃহা, ইচ্ছা
স্ফট, খণ্ডন
স্ফায়, বৃদ্ধি
স্ফুট, স্পষ্ট
স্ফুর, স্ফূর্ত্তি
স্মি, অল্পহাস্য
স্বদ, আস্বাদ
স্মৃ, স্মরণ
স্বন, শব্দ
স্বপ, স্বপ্ন
স্বর, শব্দ

হ

হঠ, বলপূর্ব্বক করণ।

হন, বধ

হল, হাল

হয়, গমন (ঘোটক)

হস, হাস্য

হা, ত্যাগ

হি গমন

হিক্ক হিক্কন

হিল্লোল, দোলন

হিংস, হিংসা

হু, হোম

হুল, আঘাত

হৃ, হরণ

হৃষ, হর্ষ

হ্নু, চৌর্য্য

হ্রাদ, শব্দ

হ্লাদ, আহ্লাদ

হ্বে, আহ্বান

ক্ষ

ক্ষপ ক্ষিপ, ক্ষেপণ

ক্ষম, ক্ষমা

ক্ষর ক্ষরণ

ক্ষি, ক্ষয়, হিংসা, বাস

ক্ষুধ, ক্ষুধা

ক্ষুভ, ক্ষোভ

সমাপ্ত।